সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

দেবী চৌধুরাণী

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয় রজনী : বুধবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩
(মহালয়া) বাং ১২ই আশ্বিন, ১৩৫০

—নাট্যরূপ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস, সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৫বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

—চরিত্র পরিচয়—

—পুরুষ—

হরবল্লভ	জমিদার
ব্রজেশ্বর	ঐ পুত্র
ভবানীপাঠক	দস্যুসর্দ্দার
রঙ্গরাজ	ঐ অনুচর
পরাণ চৌধুরী	জমিদার
দুর্লভ	ঐ মোসাহেব
লেপ্‌টন্যাণ্ট ব্রেনান্‌	ইংরেজ সেনাপতি

ব্রজেশ্বরের শ্বশুর, পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, দারোয়ান, হরবল্লভের চাকর ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

গিন্নী	হরবল্লভের স্ত্রী
প্রফুল্ল (দেবী)	ব্রজেশ্বরের প্রথমা স্ত্রী
নয়ান বৌ	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী
সাগর বৌ	ঐ তৃতীয়া স্ত্রী
নিশি, দিবা	দেবীর সঙ্গিনী
গোবরার মা	দাসী

বনবালাগণ, নর্ত্তকী, বাঈজি, ঝি ইত্যাদি।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

হরবল্লভ	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ব্রজেশ্বর	,, ভূপেন চক্রবর্ত্তী
ভবানী পাঠক	,, বিপিন গুপ্ত
রঙ্গরাজ	,, গোপাল ভট্টাচার্য্য
পরাণ চৌধুরী	,, ভূমেন রায়
দুর্লভ রায়	,, সিধু গাঙ্গুলী
লেপ্টন্যান্ট বেনান	,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রজেশ্বরের শ্বশুর	,, রবি রায় চৌধুরী
গিন্নী	শ্রীমতী সন্ধ্যা
প্রফুল্ল	,, অপর্ণা দেবী
নয়ান বৌ	,, লীলাবতি (কমালী)
সাগর বৌ	,, বীণা দেবী
নিশি	,, মুকুলজ্যোতি
দিবা	,, রেখা দত্ত
গোবরার মা	,, ঊষাবতী (পটল)
নর্ত্তকী	কুমারী স্মৃতিরেখা।

দেবীচৌধুরাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হরবল্লভের অন্তঃপুর

(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি)

গিন্নী। ওই ঠাকুর বাড়ীতে আরতি আরম্ভ হ'ল—যাও, ঠাকুর প্রণাম সেরে আসগে—

প্রফুল্ল। মা !

গিন্নী। কে ?

প্রফুল্ল। আমি—

গিন্নী। বলেছি তো, তোমার মা গেল, তুমিও এবার যাও। (ক্ষণপরে) একি, নড়্‌লে না যে ? কি জ্বালা। আবার তোমার সঙ্গে কি একটা লোক দিতে হবে নাকি ?

প্রফুল্ল। মা, আমি তো যাব বলে আসিনি।

গিন্নী। তা কি করবো মা, তোমায় নিয়ে ঘর করতে কি আমার অসাধ ? পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, লোকে একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে ? আমি কি তোমার সন্তান নই ?

গিন্নী। কি করবো মা, জেতের ভয়।

প্রফুল্ল। পুত্রবধূরূপে আমায় ঘরে তুললে যদি তোমার জাত যায় মা, কত শুদ্দুরের মেয়ে তো তোমার ঘরে দাসীপনা করছে। আমিও তোমার ঘরে দাসীপনা করবো ; তোমার ঘরে দাসীপনা করতে দোষ কি মা? বল মা, আমায় তোমার পায়ে ঠাঁই দেবে না?

গিন্নী। আহা কেঁদ না বাছা। এমন রূপেগুণে লক্ষ্মীপ্রতিমা! দেখি, কর্ত্তাকে তো ডেকে পাঠিয়েছি, তিনি এসে যদি মত করেন—

প্রফুল্ল। তাঁকে মা একটা কথা জিজ্ঞাসা করো। আমার মা চরকা কেটে খায়, তাতে একজন মানুষের একবেলা আহার কুলোয় না। আমি বাগ্দী হই আর যা হই, তাঁর পুত্রবধূ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তাঁর পুত্রবধূ কি করে দিনপাত করবে?

(হরিবল্লভের কাশির শব্দ)

গিন্নী। অবিশ্যি বল্বো। ওই যে কর্ত্তা আসছেন। তুমি ও ঘরে যাও।

(প্রফুল্ল প্রস্থানোদ্যতা : সাগর বউ আসিয়া তাহাকে ইসারায় ডাকিয়া লইল)

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। গিন্নী—

গিন্নি। এসো, ওরে ও শ্যামাচরণ তামাক্ দে—ওরে পাখা—

(শ্যামাচরণ তামাক দিয়া গেল, গিন্নী হাতপাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন)

হর। হঠাৎ এত যত্ন আত্তি?

গিন্নী। কেন কত্তে নেই নাকি?

হর। না, তা নয়, বলছিলাম অসময়ে ভিতর বাড়ীতে ডেকে এনে এত ঘটা করে—

গিন্নী। ঘটা আবার কিসের? রাত দিন বিষয় আর বিষয়। জমিদারীর কাজকর্ম্ম নিয়ে থাক, ওতেই শরীর পাত করতে বসেছ। একমাত্র ছেলে আমার ব্রজ। অত বিষয়ে কি হবে? তুমি আর অত খেটোনা বাপু—

হর। হুঁ—আজ আদর যত্নের বড়ই বাড়াবাড়ি দেখছি। নিশ্চয়ই মোটা রকমের গহনার ফরমাশ্ আছে।

গিন্নী। বিড় বিড় করে কি বক্‌ছ?

হর। বলছিলাম—না হয় খাটুনিটা একটু কমই করব। কিন্তু অসময়ে আবার তলপ কেন?

গিন্নী। বলছি, শুনেছ আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

হর। কি, ব্যাপারটা কি?

গিন্নী। তোমার সেই বড় বউ এসেছে।

হর। বড় বৌ—

গিন্নী। হ্যাঁ—দুর্গাপুরের বেয়ান এসে তার মেয়েকে রেখে গেছে।

হর। কি! এত স্পর্দ্ধা। সেই বাগ্দী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে, এখনি ঝাঁটা মেরে বিদায় কব।

গিন্নী। ছিঃ। ছিঃ। অমন কথা বল্‌তে আছে? হাজার হোক্ ব্যাটার বৌ। আর, আর বাগ্দীর মেয়ে কি করে হলো? লোকে বললেই কি হয়?

হর। লোকে কি? কেন, তোমার মনে নেই? বৌ-ভাতের দিন বাগ্দী মাগীর প্রতিবেশীরা কি বলে পাঠিয়েছিল? আর আমি নিজেও দেখেছিলাম, বিবাহের দিন কন্যাযাত্রীরা কেউ ওর বাড়ীতে জল গ্রহণ করেনি। ও বাগ্দী নয় তো কি?

গিন্নী। দুর্গাপুরের বেয়ানের প্রতিবেশীরা তাঁকে বাগ্দী বললেই তিনি বাগ্দী হয়ে যাবেন ?

হর। হবে না ?

গিন্নী। না, তুমি একটু বুঝে দেখ। বেয়ানের অবস্থা খারাপ। আমাদের মত জমিদারের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে ভিটে বাড়ী বেচতে হয়েছে। কোন রকমে অতি কষ্টে বিয়ের সময় বর যাত্রীদের জন্যে তিনি লুচি মোণ্ডার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর পাড়া প্রতিবেশী, কন্যাযাত্রী যারা তাদের জন্যে লুচি মোণ্ডার ব্যবস্থা করতে পারেন নি, তাদের দিয়েছিলেন চিঁড়ে দই, তাই না তার গাঁয়ের লোক চটে গেল। বিয়ের সময় টুপয়সা দিয়ে সাহায্য করা দূরে থাক্, ওদের সমাজচ্যুত কল্ল। বাগ্দী বলে রটিয়ে দিল।

হর। হুঁ --

গিন্নী। ওদের কথায় বিশ্বাস করে তুমি ঘরের বৌকে ত্যাগ করলে ?

হর। কর্‌লাম।

গিন্নী। তা যে অন্যায় করেছ—করেছ, এখন বৌমাকে ঘরে স্থান দাও—

হর। কি, ঘরে ঠাই দেব! দেখ গিন্নী, তুমি বাগ্দী বেটীকে এখনি ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর বল্‌ছি—

গিন্নী। ঝাঁটা মারতে হয়, তুমি মারগে। আমি আর তোমার ঘর কন্নার কথায় থাক্‌বো না। বিদেয় করতে হয়, তুমি করগে। আমি প্রাণ ধরে অমন সুন্দরী বৌকে তাড়াতে পারবো না। আহা, বৌ ত নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

হর। ওগো! বাগ্দীর ঘরে অমন একটা আধটা সুন্দরী হয়। আচ্ছা আমিই বিদেয় কচ্ছি। কে আছিস্ র‍্যা, একবার ব্রজকে ডাকতো।

গিন্নী। দোহাই তোমার, একটু ভেবে চিন্তে কাজ কর, ধর্ম্মের মুখ চাও।

হর। আমার ধর্ম্ম আমার মাথায় আছে। তোমার ধর্ম্ম আমি। একটী কথা না বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক শুধু। দেখে যাও আমি কি করি।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ সঙ্গে শ্যামাচরণ)

শ্যাম। কর্ত্তাবাবু। দাদাবাবু এয়েছেন।

হর। ব্রজেশ্বর—

ব্রজ। আজ্ঞা করুন—

হর। শোন বাপু, তোমার তিনটি সংসার, মনে হয়? প্রথম বিবাহ, মনে হয়, দুর্গাপুরের সেই বাগদী মাগীর সঙ্গে? সে আজ এখানে এসেছে, সে জোর করে থাকবে। তোমার গর্ভধারিনীকে বললুম, ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের গায়ে কি হাত তুলতে পারে? এ তোমারই কাজ। তুমি পারবে। তুমি এখুনি তাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর। নহলে রাত্রে আমার ঘুম হবে না।

ব্রজ। যে আজ্ঞে!

গিন্নী। ছিঃ বাবা। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলো না। ওঁর কথা রাখতেই হবে, আমার কথা কি কিছুই চলবে না?

হর। আঃ গিন্নী!

গিন্নী। যাক্‌গে—আমি আর কোন কথায় থাকবো না—তবে, যা কর, ভাল কথায় বিদেয় কর।

হর। সে যা হয় কর, মোট কথা, এ বাড়ী থেকে তাকে বিদেয় করা চাই।

ব্রজ। যে আজ্ঞে—

(শ্যামাচরণের প্রবেশ)

শ্যাম। পুরুতঠাকুর জিজ্ঞেস কর্‌লেন, কর্ত্তাবাবু কর্ত্তামা আজ কি আরতি দেখতে যাবেন না ?

হর। চল্ যাচ্ছি—এসো গিন্নী—দুর্গা—দুর্গা—

গিন্নী। কিন্তু এক কথা। তুমি যে বৌকে তাড়িয়ে দেবে, বৌ খাবে কি করে ?

হর। বাগ্দীর মেয়ে—সে আবার খাবে কি করে ? যা খুসি করুক, —চুরি করুক, ডাকাতি করুক, ভিক্ষা করুক।

গিন্নী। বাবা ব্রজ ! তাড়াবার সময় বৌমাকে এই কথা বলো, সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

ব্রজ। বল্‌ব।

[কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাগর বৌএর কক্ষ

সাগরের ঝি চুপি চুপি সন্দেশ খাইতেছিল

কমলা। বেশ সন্দেশ—

(সাগর বৌ ও প্রফুল্লের প্রবেশ)

সাগর। এস, ভেতরে এস, এই তুই এখানে কি কর্‌ছিস ? এই আমার ঘর। আর এই আমার শোবার ঘর—

[ঝিএর প্রস্থান

প্রফুল্ল। দোর দিলে কেন ভাই ?

সাগর। কেউ না আসে, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব ভাই।

(বসাইল)

প্রফুল্ল। তোমার নাম কি ভাই ?

সাগর। আমার নাম সাগর, ভাই।

প্রফুল্ল। তুমি কে ভাই ?

সাগর। আমি তোমার সতীন।

প্রফুল্ল। তুমি আমায় চেন নাকি ?

সাগর। তুমি যখন ঠাকরুণের সঙ্গে কথা কইছিলে, তখন যে কপাটের আড়াল থেকে সব শুনেছি।

প্রফুল্ল। তবে তুমিই ঘরনী গিন্নী "

সাগর। দূর! তা কেন ? পোড়া কপাল আর কি! আমি কেন সে হতে গেলুম। আমার কি তেমনি দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো ?

প্রফুল্ল। সে কি ? কার দাঁত উঁচু ?

সাগর। কেন, যে ঘরনী গিন্নী।

প্রফুল্ল। সে আবার কে ?

সাগর। জাননা ? তুমি কেমন করেই বা জানবে, কখন তো এসনি। আমাদের আর এক সতীন আছে, জান না ?

প্রফুল্ল। আমি ত, আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি। আমি মনে করেছিলাম, সেই তুমি।

সাগর। না, সে সেই। আমার তো এই সবে তিন বছর হোল বিয়ে হয়েছে।

প্রফুল্ল। সে বুঝি বড় কুৎসিৎ ?

সাগর। মাগো, রূপ দেখে আমার কান্না পায়।

প্রফুল্ল। তাই বুঝি আবার তোমায় বিয়ে করেছেন ?

সাগর। না, তা নয়। তোমাকে বলি, কারো সাক্ষাতে বোলো না। আমার বাপের ঢের টাকা আছে, তাতে আবার আমি এক সন্তান, তাই সেই টাকার জন্যে।

প্রফুল্ল। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী, সে কুৎসিৎ, সে ঘরনী গিন্নী হোলো কিসে?

সাগর। আমি বাপের একটী সন্তান। আমাকে তিনি পাঠান না, আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের বড় বনেও না, তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্ম্মে কখন আসে, এই দুচার দিন এসেছি আবার শিগ্গীর যাব।

প্রফুল্ল। তা তুমি আমায় ডাকলে কেন?

সাগর। তুমি বোসো ভাই, তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল। কেন? এখন খাব কেন?

সাগর। তোমার মুখ শুক্‌নো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তেষ্টা পেয়েছে, কেউ তোমায় কিছু খেতে বললেন না, তাই তোমায় ডেকেছি।

প্রফুল্ল। শ্বাশুড়ি গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝতে, আমার অদৃষ্টে কি হয় তা না জেনে আমি কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয়তো তাই খাব। আর কিছু খাব না।

সাগর। না, না, তোমার এদের কিছু খেয়ে কাজ নেই, আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

(রেকাবে করিয়া সন্দেশ ও এক গ্লাস জল আনিল)

প্রফুল্ল। (জল পানান্তে) আঃ আমি শীতল হলেম, কিন্তু আমার মা না খেয়ে মরে যাবেন, তিনি আমার জন্যে বাইরে পথে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাগর। ভেবো না, আমি বেহ্ম ঠান্‌দিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে তারার মাকে বলে এসেছি।

প্রফুল্ল। বেহ্ম ঠান্‌দি কে?

সাগর। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসি। এই সংসারে থাকেন।

প্রফুল্ল। তিনি কি করবেন?

সাগর। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্রফুল্ল। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সাগর। দূর! তাই কি বলছি? পাশের বামুন বাড়ীতে খাওয়াবেন তাঁকে, তুমি কিছু ভেব না।

প্রফুল্ল। বেশ ভাবব না। এখন ভাই, যে গল্প করছিলে, সেই গল্প কর।

সাগর। গল্প আর কি! আমি তো এখানে থাকি না, থাকতে পারবোও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আমের মত, শুধু তোলা থাকবো, দেবতার ভোগে কখনো লাগব না। তা তুমি এসেছ, যেমন করে পার থাক, আমরা কেউ সেই কালপ্যাচানীটাকে দেখতে পারি না।

প্রফুল্ল। থাকবো বলে তো এসেছি, থাকতে পেলে হয়।

সাগর। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয় তো এখনি চলে যেওনা যেন।

প্রফুল্ল। না গিযে কি করব? আর কি জন্যে থাকবো? থাকি, যদি —

সাগর। যদি কি?

প্রফুল্ল। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করতে পার।

সাগর। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল। কিসে হবে বুঝলে না ভাই?

সাগর। বল না ভাই ?

প্রফুল্ল। তাঁকে যদি কোন রকমে একবার—

সাগর। ওঃ বুঝেছি, আচ্ছা আমি এখুনি তাঁকে,—কিন্তু আর একটু রাত না হলে তো দেখা হবে না। এখানেই অপেক্ষা কর ভাই, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

প্রফুল্ল। ওঁরা আমায় গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কপালে যাই থাক্, যাবার আগে একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব। তিনি কি বলেন শুনে যাব।

(নেপথ্যে জানালায় করাঘাত)

সাগর। কে গা ?

নয়ান। (নেপথ্যে) আমি গো।

সাগর। (প্রফুল্লের গা টিপিয়া) ওঃ কথা কসনে, এদিকে আয়, সেই কালপ্যাচাটা জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রফুল্ল। সতীন ?

সাগর। হ্যাঁ চুপ। (প্রফুল্লকে লইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল)

নয়ান বৌ। (জানালা খুলিয়া) কে গা ঘরে ? কথা কসনে কেন ? যেন সাগর বৌএর গলা শুনলাম না ?

সাগর। তুমি কে গা ? যেন নাপিত বৌএর গলা শুনলাম না ?

নয়ান। আ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বৌএর মতন!

সাগর। তবে কে তুমি ?

নয়ান। তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম নয়ান বৌ।

সাগর। কে দিদি! বালাই, তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে! সে যে আর একটু ফর্সা।

নয়ান। মরণ আর কি! আমি কি তার চেয়েও কালো ? তা সতীন

এমনি বটে! আমার যেমন মরণ নেই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম।

সাগর। কি কথা দিদি?

নয়ান। মরণ আর কি!

সাগর। বল না,—ও দিদি—

নয়ান। দিদি! দিদি! দিদি। তুই দোরই খুললিনি, তা আর কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্তিরে দোর দিয়েছিস কেন লা?

সাগর। আমি ভাই, লুকিয়ে লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্ছি, তুমি কি খাওনা?

নয়ান। সন্দেশ! তা খা, খা! বলি জিজ্ঞাসা করছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?

সাগর। আবার একজন! কি? সোযামী?

নয়ান। মরণ আর কি! তাও কি হয়?

সাগর। হলে ভাল হোত। দুজনে ভাগ করে নিতুম, তোমার ভাগে নতুনটা দিতুম।

নয়ান। ছিঃ ছিঃ এ সব কথা কি মুখে আনে?

সাগর। মুখে না হোক, মনে?

নয়ান। তুই আমায় যা ইচ্ছে তাই বলবি কেন লা?

সাগর। তা ভাই কি জিজ্ঞাসা করবে, না বুঝিয়ে বললে কেমন করে উত্তর দিই।

নয়ান। বলি গিন্নীর নাকি আর একটা বৌ এসেছে?

সাগর। কে বৌ!

নয়ান। সেই মুচি বৌ।

সাগর। মুচি? কৈ শুনিনি ত?

নয়ান। মুচি না হয় বাগ্দী ?

সাগর। তাও শুনিনি।

নয়ান। শোননি ? আমাদের একজন বাগ্দী সতীন আছে ?

সাগর। কৈ না !

নয়ান। তুই বড় দুষ্টু, সেই যে প্রথম যে বিয়ে।

সাগর। সে তো বামুনের মেয়ে।

নয়ান। হাঁ বামুনের মেয়ে, তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না !

সাগর। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্দীর মেয়ে হবে ?

নয়ান। তুই আমায় গাল দিবি কেন লা পোড়ারমুখী ?

সাগর। তুই আর একজনকে গাল দিবি কেন লা পোড়ার মুখী ?

নয়ান। মরগে যা। এত কষ্ট আমার অদৃষ্টে ছিল, মা শীতলা আমায় নেয় না ! আমি যাই, ঠাকরুণকে গিয়ে বলে দিই। তুই বড় মানুষের মেয়ে বলে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস।

(জানালা বন্ধ করিল)

সাগর। না দিদি, ফেরো ফেরো, ঘাট হয়েছে দিদি, ফেরো। এই দোর খুলছি !

(দরজা খুলিয়া নয়ন বৌয়ের হাত ধরিয়া ভিতরে আনিল)

ও দিদি চুপ কর দিদি, এই আমি তোমার পায়ে—

নয়ান। (সাগরকে তুলিয়া) হ্যাঁলা, কটা সন্দেশ ! হ্যাঁলা কটা সন্দেশ ! (প্রফুল্লকে দেখিয়া) ওমা, ও আবার কে !

সাগর। মুচি বৌ !

নয়ান। এত সুন্দর !

সাগর। তোমার চেয়ে নয়।

নয়ান। মরণ আর কি !

সাগর। বিশ্বাস না হয়, আয়নায় মুখখানা দেখ।

নয়ান। নে আর জ্বালাস নে। তোর চেয়ে ত আর নয় ?

সাগর। সতীনের মুখে এত সুখ্যাতি।

(নেপথ্যে ব্রজেশ্বর—"সাগর বৌ ঘরে আছ ? সাগর বৌ !)

ওমা ! এসে পড়েছে, সরে আয় দিদি, এই দরদালানের দিকে সরে আয়। (নয়ানবৌকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

প্রফুল্ল। কোথায় যাচ্ছ ?

সাগর। ভয় নেই। ও বাঘ নয় যে গিলে ফেলবে ! আমরা কাছেই রইলুম। [প্রস্থান

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ ও সাগর বৌ বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিল)

ব্রজ। সাগর বৌ ! সাগর বৌ, আজ নাকি তোমার ঘরে,— একি ! কোথায় সাগর ! দরজা বন্ধ করলে কে ? কে দরজা বন্ধ করলে ?

(জানালায় সাগরকে দেখা গেল)

সাগর। শুধু বন্ধ করিনি, কুলুপ এঁটে দিয়েছি।

ব্রজ। একি ছেলেমানুষী করছো সাগর, আমায় একা ঘরে রেখে—

সাগর। একা নও, পেছনে তাকিয়ে দেখ।

ব্রজ। একি ! কে, কে তুমি ! (প্রফুল্ল প্রণাম করিল)

প্রফুল্ল। আমি প্রফুল্ল !

ব্রজ। প্রফুল্ল ! এত সুন্দর !

প্রফুল্ল। বাগ্দী বৌ কি সুন্দর হতে পারে না ?

ব্রজ। না, না—এই মুখ, এই স্বচ্ছ আয়ত নেত্র, নেত্র কোণে এই স্থির, শান্ত কটাক্ষ, তুমি বাগ্দিনী নও, তুমি ব্রাহ্মণী, তুমি মর্ত্তের নও, তুমি স্বর্গের দেবী। একি ! তোমার চোখে জল, তুমি কাঁদছ প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। না, ও কিছু নয়।

ব্রজ। প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। এই সুখ, নারী জীবনের মূর্ত্তিমান দেবতা তুমি। তোমায় মুহূর্ত্তের জন্যেও কাছে পাবার এই আনন্দ, এ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি কোন দিন। তাই দুঃসহ আনন্দে অবাধ্য চোখে জল নেমে আসে। তোমায় যদি চিরদিন এমনি কাছে পেতাম।

ব্রজ। কেন পাবে না প্রফুল্ল! আমি যে তোমারই।

প্রফুল্ল। আমার! তুমি আমার! তুমি আমার! এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না, তবে তুমি গ্রহণ করলে? আমার শ্বশুর আমায় এ বাড়াতে ঠাঁই দিলেন?

ব্রজ। (চমকাইয়া) বাবা!

প্রফুল্ল। একি! চমকে উঠলে কেন? বল তোমার বাবা আমায় পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন?

ব্রজ। ও সব কথা আজ রাত্রে থাক প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। না, তোমায় এখুনি বলতে হবে। ঐ একটী কথা শোনবার জন্যে আমি যে দুর্গাপুর ছেড়ে এখানে এসেছি। ঐ একটী কথার ওপর যে আমার সমস্ত বর্ত্তমান, সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর কচ্ছে। তুমি চুপ করে থেকোনা, ভাল হোক, মন্দ হোক, আমার বিধিলিপি তোমার মুখে আমি শুনতে চাই।

ব্রজ। প্রফুল্ল তিনি তোমায়,—না, না আমি বলতে পারবো না।

প্রফুল্ল। আমার শপথ রইল। আমায় যদি একটুকু ভালবাস, আমি সেই ভালবাসার দিব্যি দিলুম। বল, তিনি কি বলেছেন? তিনি আমায় গ্রহণ করতে চান নি।

ব্রজ। না।

প্রফুল্ল। না! ও ভগবান! (কাঁদিয়া ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

ব্রজ। প্রফুল্ল শোন, শান্ত হও।

প্রফুল্ল। (মুখ তুলিয়া) শান্ত হব? হ্যাঁ আমি শান্তই হয়েছি। আমার মা দুবেলা খেতে পায় না, তার আশ্রয়ে আমার দিন কি করে চলবে, সে কথার জবাবে তিনি কি বলেছেন?

ব্রজ। বলেছেন,—

প্রফুল্ল। বল?

ব্রজ। বলেছেন, চুরি করে খাক, ডাকাতি করে খাক।

প্রফুল্ল। চুরি করে খাব? ডাকাতি করে খাব? তুমি স্বামী—দেবতা, তোমার পিতা আমার কাছে দেবতারও দেবতা, তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য। (প্রস্থানোদ্যত)

ব্রজ। কোথায় যাচ্ছ? দরজা যে বন্ধ।

প্রফুল্ল। সাগরকে শিকল খুলে দিতে বলি।

ব্রজ। কিন্তু কোথায় যাবে?

প্রফুল্ল। চুরি ডাকাতি করতে।

ব্রজ। অবুঝ হয়ো না প্রফুল্ল। এখন যেও না, আজ একবার কর্ত্তাকে বলে দেখবো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, বললে তাঁর মন ফিরবে?

ব্রজ। না ফিরুক। আমার কাজ আমায় করতে হবে। অকারণে তোমায় আমি ত্যাগ করতে পারবো না।

প্রফুল্ল। তুমি তো আমায় ত্যাগ করনি, গ্রহণ করেছ। আমাকে এক দিনের জন্যে পাশে ঠাই দিয়েছ, বধুরূপে স্বীকার করেছ, আমার সেই ঢের। আমার মত দুঃখিনীর জন্য তোমার পিতার সঙ্গে তুমি বিবাদ করো না, এতে আমি সুখী হব না।

ব্রজ। প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। না, কিছুতে না, আমি সামান্য নারী আমার জন্যে পিতাকে মনঃক্ষুণ্ণ করবে? ছিঃ সে কখনোই না, আমি তা হতে দেব না। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ব্রজ। সত্যিই যদি যাবে, নিতান্ত পক্ষে তিনি যাতে তোমার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেন, তা আমায় করতে হবে।

প্রফুল্ল। তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা নেব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা নেব।

ব্রজ। আমার কিছুই নেই, কেবল আমার এই আংটীটী আছে, এখন এইটী নিয়ে যাও, আপাততঃ এটী বিক্রী করে এর মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হবে। তারপর যাতে আমি দুপয়সা রোজগার করতে পারি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, সেই চেষ্টা করব। যেমন করে পারি আমি তোমার ভরণ পোষণ করব। (অঙ্গুরী প্রদান)

প্রফুল্ল। যদি তুমি আমাকে ভুলে যাও?

ব্রজ। সকলকে ভুলবো, তোমায় কখনো ভুলবো না।

প্রফুল্ল। যদি এরপর চিনতে না পার?

ব্রজ। ও মুখ ভোলা যায় না।

প্রফুল্ল। আংটিতে কি লেখা?

ব্রজ। আমার নাম।

প্রফুল্ল। তোমার নাম? তবে আমি এ আংটি বেচব না। না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু কখনো বেচবো না। যখন তুমি আমাকে চিনতে না পারবে, তখন তোমাকে এই আংটি দেখাব। এ আংটি, এ যে আজ আমার সর্ব্বস্ব, এ আমি বুকে রাখবো, বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখব।

[ব্রজেশ্বরের বুকে মাথা রাখিল

তৃতীয় দৃশ্য

পরাণ চৌধুরীর বিলাস কক্ষ

মদ্যপানরত জমিদার পরাণ চৌধুরী ও গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী

পরাণ। দুর্লভ! নাঃ সবই যেন কেমন ভেস্তে যাচ্ছে দুর্লভ! জমিদার পরাণ চৌধুরী আমি, পরাণ নিয়ে বিকি কিনি করতে চাই, খদ্দেরের অভাব ঘটল! শেষ সম্বল এসে জুটেছিল এক বোষ্টমী, তাকেও দুর্লভ চন্দ্র আমার কাছ থেকে ধীরে ধীরে দুর্লভ করে তুললেন। অবশেষে একদম লোপাট।

দুর্লভ। শ্রীরামচন্দ্র! কি যে বলেন হুজুর, আমি বোষ্টমীকে লোপাট করলুম।

পরাণ। তবে?

দুর্লভ। ও হুজুর বানের জল, যখন যেদিকে ছিটকে যায়। ওর আগের ইতিহাস তো জানেন না—

পরাণ। কি ইতিহাস?

দুর্লভ। কৃষ্ণ গোবিন্দ দাস নামে একটা লোক ঐ সুন্দরী বোষ্টমীর প্রেমে পড়ে রসকলি আর খঞ্জনী সম্বল করে ওর সঙ্গে উধাও হয়েছিল শ্রীবৃন্দাবনে। সেখানে কোন তরুণ বৈষ্ণব পাছে ওটাকে বে-হাত করে দেয় সেই ভয়ে কৃষ্ণ গোবিন্দ বাবাজী আবার ফিরে এলেন বাংলায়।

পরাণ। বটে—

দুর্লভ। বৈষ্ণবীর রূপের খ্যাতি নবাবের মহলে পৌছুল—হাবসী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করবার জন্যে বাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত সুরু করল। অমন মাণিক নিয়ে লোকালয়ে বাস করা বিপদজনক মনে করে বাবাজী বৈষ্ণবী সঙ্গে একেবারে পদ্মাপাড়ে লম্বা ছুট।

পরাণ। তারপর ?

দুর্লভ। কোন বনের ভিতর নাকি দুজনে বসবাস কর্চ্ছিল—বাবাজীর এখন অন্তিম অবস্থা দেখে বোষ্টমী তাকে ফেলে নূতন বোষ্টম ধরতে বেরিয়েছিলেন—সেই অবস্থায়—

পরাণ। শ্রীমান দুর্লভ চন্দ্র তাকে এনে হাজির করলেন, জমীদার পরাণ চৌধুরীর গোষ্টগৃহে। কিন্তু এই গোষ্ঠে তার মন টেকবে কেন—সে হয়তো আবার পালিয়েছে—আবার কোন নূতন লীলা বৃন্দাবনে।

দুর্লভ। মরুকগে বোষ্টমী, তার জন্যে মন খারাপ করবেন না হুজুর, এবার যে মাণিক সংগ্রহ করেছি।

পরাণ। কে ? তোমার সেই প্রফুল্ল নাকি—হাঃ হাঃ হাঃ—

দুর্লভ। হাসছেন হুজুর ?

পরাণ। হাসব না—রোজই তুমি আমায় প্রফুল্ল এনে প্রফুল্লিত করছ।

দুর্লভ। এতদিন চেষ্টা করেছি পারিনি—এবার তার মা বুড়ির গঙ্গালাভ হয়েছে। একা বাড়ীতে থাকে বলে ফুলমণি নামে একটি ছোট জাতের মেয়ে রাত্রে তার কাছে শোয়। সেই ফুলমণিকে হাত করেছি।

পরাণ। ফুলমণি কি করবেন ?

দুর্লভ। আমার আগের ব্যবস্থা মত আমার চর গিয়ে দরজায় তিন টোকা দিলে সে দরজা খুলে দেবে। তারপর ঘুমন্ত প্রফুল্লের মুখে কাপড় বেঁধে পাল্কীতে করে সোজা হুজুরের এজলাসে—

পরাণ। অ্যাঁ ; বলকি, ব্যবস্থা সব ঠিক ?

দুর্লভ। শুধু ঠিক—তাদের এখানে এসে পৌছুবার সময় হয়ে গেছে। এল বলে।

পরাণ। বল কি দুর্লভ, এত কাণ্ড করেছ—তুমি একটা দুর্লভ রত্ন বিশেষ—

দুর্লভ। হুজুর অপেক্ষা করুন, আমি বরং একটু এগিয়ে দেখে আসি দেরী হচ্ছে কেন।

পরাণ। কিন্তু আমায় একা ফেলে যেও না দুর্লভ। আমার কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ কর্চ্ছে।

দুর্লভ। ওটা হুজুর, আসন্ন মিলনের আনন্দ আবেশ! আমি আসছি—

পরাণ। নিদেন দেখো, মন বড় কু-গাইছে, এমন চাঁদনী রাতটা শেষে মাঠে মারা না যায়—

দুর্লভ। শ্রীরামচন্দ্র! চাঁদনী রাত মাঠে মারা যাবে কেন! ওগো চাঁদের টুকরোরা এদিকে এসো, হুজুরকে সুরা পান করাও। আমি গেলুম আর এলুম বলে—　　　　[প্রস্থান

(দুইটি বাঈজি আসিয়া নৃত্য করিল ; ও মদ্য পরিবেশন করিল)

(দুর্লভের পুনঃ প্রবেশ)

দুর্লভ। হুজুর সামাল—হুজুর সামাল—এই সরে পড়ো—সব সরে পড়ো।　　　　[বাঈজীদের প্রস্থান

পরাণ। কি হল দুর্লভ?

দুর্লভ। আর কি হল, বাড়ী থেকে বেরুতেই দেখলুম এসে গেছে—

পরাণ। কে? প্রফুল্ল—

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজে। প্রফুল্ল নই—আমি ব্রজেশ্বর।

পরাণ। ব্রজেশ্বর!

ব্রজে। আমার প্রফুল্ল কোথায় জান তোমরা?

পরাণ। আপনার প্রফুল্ল কোথায় আমরা কি জানি—

ব্রজে। নিশ্চয় জানো, বলতে হবে! এইমাত্র আমি প্রফুল্লের নাম

শুনেছি—বল সে কোথায় ? না, না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, তোমাদের বলতে হবে ; বল সে কোথায়—বল সে কোথায় ?

দুর্লভ। কি বিপদ ! ক্ষেপে গেলেন নাকি ; আঃ ছাড়ুন না মশায়, প্রফুল্ল কি আর কেউ থাকতে নেই—সেতো ওঁর ছোট মামাশ্বশুরের নাম।

ব্রজে। ওঃ আমার ভুল হয়ে গেছে—আমি যাচ্ছি।

পরাণ। মশায় তো আচ্ছা লোক যাহোক। বলা নেই—কওয়া নেই বাড়ী ঢুকে একেবারে ঘাড়ে হাত—

ব্রজে। আমায় ক্ষমা করুন আমি বুঝতে পারিনি ! ইনি এক হিন্দুস্থানী পাইকের কাছে প্রফুল্লের খোঁজ করছিলেন, তাই শুনে ভুলক্রমে আমি—

পরাণ। আমায় তাড়া করে ঢুকে পড়লেন এখানে—

ব্রজে। আমার মানসিক অবস্থা বুঝলে আপনারা আমার নিশ্চয় মার্জ্জনা করবেন। প্রফুল্ল আমার স্ত্রী। সে তার মায়ের কাছে ছিল। মা তার স্বর্গারোহণ করেছেন। সংসারে সে একা, তাই ঘোড়ায় চেপে রাত্রে লুকিয়ে দেখতে এসেছিলুম তাকে।

পরাণ। ওঃ আপনার স্ত্রীর নাম বুঝি প্রফুল্ল !

ব্রজে। হ্যাঁ—

পরাণ। কিন্তু নিজের পরিবারের কাছে লুকিয়ে আসবার হেতু—

ব্রজে। প্রতিবেশীদের চক্রান্তে সে সমাজচ্যুতা, আমার পিতা তাকে গৃহে স্থান দেন নি, পিতার অবাধ্য হতে প্রফুল্লের নিষেধ। তাই পিতাকে সন্তুষ্ট রাখতে আমিও তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলুম। সংসারে আপন বলতে এক ছিল তার মা ! সেই মাতৃশোকে মুহ্যমানা প্রফুল্লকে রাত্রে লুকিয়ে দেখতে এসেছিলুম ভুতনাথ থেকে দুর্গাপুরে। কিন্তু গৃহশূন্য, সে তো গৃহে নেই—কোথায় গেল—কোথায় গেল তবে প্রফুল্ল—

দুর্লভ। যাবে আর কোথায়! একা সরলা অবলা। তাই হয় তো কোন পাড়াপড়সীর বাড়ীতে রাত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ব্রজে। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন—তাই হবে—হয় তো কোন সমবয়সী—কোন সখীর কাছে সে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে! তাই হবে—তাই হবে—

পরাণ। রাত শেষ হয়ে এল, আর দেরী করবেন না, ভূতনাথ অনেক দূর এখন বাড়ী ফিরে যান—

ব্রজে। হ্যাঁ আমি যাই—ভোর হবার আগে আমায় ভূতনাথে পৌছুতে হবে, আপনাদের উপর উৎপীড়ন করেছি আমায় ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থান

দুর্লভ। কিছু না—কিছু না—

পরাণ। ওঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! এইবারে তোমার প্রফুল্ল—

(তেওয়ারীর প্রবেশ)

তেওয়ারী। আগিয়া হুজুর, আগিয়া—

পরাণ। প্রফুল্ল এসেছে!

তেওয়ারী। নেহি হুজুর—ডাকুলোক আগিয়া—

দুর্লভ। ডাকু কিরে?

তেওয়ারী। হ্যাঁ হুজুর! ডাকু পাল্কী লেলিয়া, জেনানা কো পাকড় 'লিয়া—হামি লোক খবর দেনে কো আয়া।

পরাণ। বহুৎ কর্ম্ম কিয়া! অনেক করে ডালরুটী গেল গিয়া! ডাকাতের হাতে পাল্কী ফেলে ছুটে এলে সব চাঁদমুখ দেখাতে—ভাগো—ভাগো বলছি অকর্ম্মার দল।

দুর্লভ। দোহাই হুজুর চেঁচাবেন না—লোক জানাজানি হয়ে যাবে, ধীরে সুস্থে ব্যাপারটা একবার—

পরাণ। আর ধীরে সুস্থে! মুখের গ্রাস ডাকাতে কেড়ে নিল।

দুর্লভ। গ্রাস কেড়ে নিল বলে তো আর গ্রাস কেড়ে নেয়নি! নিন্ ধরুন! (মদ্যদান) আমি যাই; বরং রটিয়ে দিয়ে আসি—প্রফুল্ল মরে গেছে! তার মরা মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

[প্রস্থান

পরাণ। ও দুর্লভ! ও দুর্লভ! ও দুর্লভ। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

ব্রজে। প্রফুল্ল! আমার প্রফুল্ল! সেই সোণার প্রতিমাকে তার অধিকারে বঞ্চিত করেছি, অপমান করে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চিরকালের জন্য তাকে এ গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দিয়েছি। সে এখন অন্নের কাঙাল, হয়ত না খেতে পেয়ে সেই সুবর্ণলতা শুষ্ক হয়ে যাবে। ওঃ ভগবান—ভগবান!

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। বাবা ব্রজ! ঠাকরুণের মুখে একি শুনছি!

ব্রজ। কি মা!

গিন্নী। তোর শরীর প্রফুল্ল বৌমার কথা ভেবে ভেবে এমন শুকিয়ে যাচ্ছে! কেন বলিসনি এ কথা আগে? যেমন করে পারি আমি কর্ত্তাকে রাজী করাতুম।

ব্রজ। মা!

গিন্নী। তুই আর ভাবিসনে বাবা, আমার সমাজ সংসার একদিকে, তুই একদিকে। আজই আমি প্রফুল্ল বৌমাকে ঘরে তুলে আনব, দেখি কে আমায় আটকায়।

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। কাকে ঘরে তুলবে গো! এদিকে যে সব শেষ হয়ে গেছে।

গিন্নী। কি শেষ হয়ে গেছে?

হর। দুর্গাপুর থেকে লোক এসেছে। তারা খবর দিয়ে গেল, সেই বাগ্দী বৌটা মরে গেছে।

গিন্নী ও ব্রজ। সে কি?

হর। বাত শ্লেষ্মার বিকারে মরেছে। মরবার সময় নাকি তার মরা মাকে দেখতে পেয়েছিল।

ব্রজ। ওঃ (বসিয়া পড়িল)।

গিন্নী। ব্রজ! ব্রজ! ব্রজেশ্বর!

ব্রজ। কিছু না মা, অসুস্থ শরীর, মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল।

হর। আমি কবরেজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর শোন, বাগ্দী বেটি মরেছে, আমাদের শ্রাদ্ধ শান্তির দরকার নেই—একটা শৌচস্নান করলেই হবে, বুঝেছ ব্রজেশ্বর! [প্রস্থান

ব্রজ। যে আজ্ঞে।

গিন্নী। ওঃ তুমি মানুষ না পাষাণ। সোণার প্রতিমা চলে গেছে, এখনো মিথ্যা লোকাপবাদের ভয়ে তার শ্রাদ্ধশান্তি করতে চাইছ না! না, হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না, বাবা ব্রজেশ্বর, এ আমি হতে দেব না—আমি বৌমার শ্রাদ্ধশান্তি করাচ্ছি।

ব্রজ। যা করতে হয় কর মা, আমায় তোমরা ছুটি দাও। আমায় এ সংসার হতে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে দাও।

গিন্নী। সে কি! তুই আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবি! তুই চলে গেলে আমি কি নিয়ে বাঁচব,—তোর এখানে কিসের অভাব? কি দুঃখ তোর ব্রজ?

ব্রজ। দুঃখ! জিজ্ঞাসা কচ্ছ কিসের দুঃখ আমার? বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা জানকীর মত এ সংসারের কুললক্ষ্মীকে আমি তোমাদেরই জন্যে বিদায় করে দিয়েছি। অপমানিতা, অত্যাচারিতা সেই সোণার প্রতিমা দুমুঠো অন্নের অভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে। আমি তাকে মেরেছি, তোমাদেরই জন্যে মেরেছি, তোমরাই তাকে মেরে ফেলেছো। নারী হত্যার মহাপাতকে অভিশপ্ত এ সংসারে আর আমি এক মুহূর্ত্ত বাস করব ভেবেছো!

গিন্নী। ব্রজ!

ব্রজ। সরে যাও, আমায় পথ ছেড়ে দাও, আমায় এ পাপ সংসার হতে বহু দূরে—আমায় প্রফুল্লের কাছে যেতে দাও।

গিন্নী। ওরে ব্রজ, আমাদের ফেলে যাস্‌নে বাবা। বৌমার ওপর সহস্র অবিচার করলেও তিনি—তিনি যে তোর পিতা।

ব্রজ। পিতা—পিতা—আমার পিতা। "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম"—হ্যাঁ সেই মন্ত্র মনে পড়েছে মা। ঠাকুরদার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বাবাকে ঐ মন্ত্র পড়তে শুনেছিলাম—শুনে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলাম। আহা কি সুন্দর মন্ত্র—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

গিন্নী। ব্রজ! বাবা বল, তুই যাবিনে আমাদের ছেড়ে—

ব্রজ। কোথায় যাব মা, আমি মন্ত্র খুঁজে পেয়েছি মা। প্রফুল্ল যাক, আমার জীবনের পথ আঁধার হয়ে থাক, শুধু জেগে থাকুক, আমার সামনে ঐ জাগ্রত দিব্যমন্ত্র—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কুটীর সম্মুখ

কাঠুরিয়া রমণীদের গীত

মিতালি করিও কন্যা পাহাড়তলী যেয়ে
কয়ে গেছে নৌবেদিয়া চোখের পানে চেয়ে
কদম ডালে চাঁদের আলো টলে মাতাল হাওয়া—
তাহার চেয়ে অধিক মাতা সেই কাজল ভোমর চাওয়া
জেনেছি চোখের পানে চেয়ে।

সাপ খেলানো বাঁশী হাতে কাঁখে সাপের ঝাঁপি
ঠোঁটে শঙ্খচূড়ের ধারাল হাসি শিউরে ওঠে কাঁপি
তাহার সাথে মিলন হলে চুমুর বিষে পড়ব ঢলে
বাঁচার চেয়ে মরাও ভাল তারে হিয়ায় পেয়ে।

(সকলের প্রস্থান ও প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফুল্ল। ওগো কাঠুরিয়া বৌ! শোন—শোন—

(ভবানী পাঠকের প্রবেশ)

ভবানী। কে তুমি মা! তুমি কোথা যাবে?

প্রফুল্ল। আমি হাটে যাব। হাটের পথ বলে দিতে পারেন?

ভবানী। এদিকে হাটের পথ কোথা?

প্রফুল্ল। তবে কোন দিকে?

ভবানী। তুমি কোত্থেকে আসছো ?

প্রফুল্ল। এই জঙ্গল থেকেই।

ভবানী। এই জঙ্গলেই তোমার বাস ?

প্রফুল্ল। হাঁ।

ভবানী। তবে তুমি হাটের পথ চেন না ?

প্রফুল্ল। আমি নতুন এসেছি।

ভবানী। এ বনে কেউ ইচ্ছা পূর্ব্বক আসে না, তুমি কেন এলে ?

প্রফুল্ল। আমাকে হাটের পথ বলে দিন।

ভবানী। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যেতে পারবে না। চোর ডাকাতের ভয়। তোমার আর কে আছে ?

প্রফুল্ল। আর কেউ নেই।

ভবানী। তুমি একা হাটে যেও না, বিপদে পড়বে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে, যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান থেকে চাল ডাল কিনতে পার।

প্রফুল্ল। সেই হলেই ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত দেখছি ?

ভবানী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকম আছে। বাছা, তুমি আমার সঙ্গে এস, হাঁড়ী, কলসী, চাল, ডাল, নুন তেল, কাঠ—সবই আমার দোকানে যথেষ্ট আছে। তুমি একা যা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তাই নিয়ে যেও।

প্রফুল্ল। যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনাকে দাম কত দিতে হবে ?

ভবানী। এক আনা।

প্রফুল্ল। আমার কাছে পয়সা নেই।

ভবানী। টাকা আছে দাও, ভাঙ্গিয়ে দিই।

প্রফুল্ল। আমার কাছে টাকাও নেই।

ভবানী। তবে কি নিয়ে হাটে যাচ্ছিলে ?

প্রফুল্ল। একটী মোহর আছে।

ভবানী। দেখি ! (দেখিয়া) মোহর ভাঙ্গিয়ে দিই, আমার কাছে এত টাকা নেই। চল তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই। তুমি সেইখানে আমায় পয়সা দিও।

প্রফুল্ল। ঘরেও আমার পয়সা নেই।

ভবানী। সবই মোহর ! তা হোক, জিনিষ নিয়ে চল, আমি তোমার ঘর চিনে আসব, যখন তোমার হাতে পয়সা হবে, তখন আমায় দিও, আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

প্রফুল্ল। না, আমি আপনার জিনিষ নেব না। আমাকে হাটেই যেতে হবে, আমার কাপড় চোপড়ের বরাত আছে।

ভবানী। মা, তুমি মনে করেছ আমি তোমার বাড়ী চিনে এলে তোমার মোহরগুলি চুরি করে নেব ? তা তুমি কি মনে করেছ, হাটে গেলেই আমার হাত এড়াতে পারবে ? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়লে তুমি ছাড়াবে কি করে ?

প্রফুল্ল। আপনি কি বলছেন ?

ভবানী। দেখ মা, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করব না, আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।

প্রফুল্ল। ভবানী পাঠক ! সেই বিখ্যাত দস্যু ! যার ভয়ে বরেন্দ্র-ভূমি কম্পমান ! সেই ভবানী পাঠক আপনি ? কি করে বিশ্বাস করি ?

ভবানী। বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।

(ভবানী পাঠকের সঙ্কেত ধ্বনি ; সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গরাজ ও
দস্যুদলের প্রবেশ ও প্রণাম)

রঙ্গরাজ। কি আজ্ঞা হয় ?

ভবানী। এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা বালিকাকে তোমরা চিনে রাখ, একে আমি মা বলেছি, একে তোমরাও সকলে মা বলবে, আর মার মত দেখবে। তোমরা এর কোন অনিষ্ট করবে না, আর কাকেও করতে দেবে না।

রঙ্গরাজ। যথা আজ্ঞা প্রভু !

ভবানী। এখন তোমরা বিদায় হও।

[প্রণামান্তে সকলের প্রস্থান

কি মা ! এখন বিশ্বাস হোলো ?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে হাঁ।

ভবানী। এখন বলতো, তোমার বাড়ীতে কত মোহর আছে ?

প্রফুল্ল। অনেক।

ভবানী। ঠিক বল কত ? ভাঁড়াভাঁড়ি করলে আমার লোকজন তোমার বাড়ী খুঁড়ে দেখবে ?

প্রফুল্ল। কুড়ি ঘড়া।

ভবানী। হুঁ ! কিন্তু এত অর্থ তুমি কি করে পেলে ?

প্রফুল্ল। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক দুর্ব্বৃত্ত পাল্কীতে করে হরণ করে নিয়ে আসে। এই বনের কাছে কয়েকজন পথিককে দূর হতে ডাকাত ভেবে দুর্ব্বৃত্তের লোকেরা পাল্কী শুদ্ধ আমায় ফেলে পালিয়ে যায়। আমি বনের ভেতর খুঁজতে খুঁজতে এক ভাঙা অট্টালিকায় আশ্রয় নিই।

ভবানী। তারপর ?

প্রফুল্ল। সেই অট্টালিকায় কৃষ্ণ-গোবিন্দ বাবাজী নামে এক বৃদ্ধ

বৈষ্ণব মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তার বৈষ্ণবী ক'দিন আগে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। মৃত্যুকালে সেই কৃষ্ণ গোবিন্দ বাবাজী আমায় সেই অট্টালিকা গর্ভে প্রচুর ধনরত্ন আছে এই সন্ধান দিয়ে যান। বাবাজীর মৃত্যুর পর সেই অর্থ আমি পেয়েছি।

ভবানী। বাবাজীই বা এত অর্থ সঞ্চয় করল কি করে?

প্রফুল্ল। আমি কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজীর মুখে শুনেছি, তিনি বৈষ্ণবীকে নিয়ে বনমধ্যস্থ ঐ অট্টালিকায় আশ্রয় নেবার সময় এমন অনেকগুলি নিদর্শন দেখতে পান, যাতে তাঁর মনে হয়, নীলধ্বজবংশীয় শেষ রাজা নীলাম্বরের বাসভবন ছিল ঐ ভগ্ন অট্টালিকা। ও ধনরত্ন সেই নীলাম্বর রজোর। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানতো না, জানলে পালাবার সময় যা আছে নিয়ে যেতো।

ভবানী। এ অর্থ নিয়ে তুমি কি করবে?

প্রফুল্ল। দেশে নিয়ে যাবো।

ভবানী। রাখতে পারবে?

প্রফুল্ল। আপনি সাহায্য করলে পারব।

ভবানী। এই বনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার, এই বনের বাইরে আমার তেমন ক্ষমতা নেই। এ বনের বাইরে অর্থ নিয়ে গেলে আমি রাখতে পারবো না।

প্রফুল্ল। তবে আমি এই বনেই অর্থ নিয়ে থাকবো। আপনি রক্ষা করবেন?

ভবানী। করবো। কিন্তু তুমি এত অর্থ নিয়ে কি করবে?

প্রফুল্ল। লোকে ঐশ্বর্য্য নিয়ে কি করে?

ভবানী। ভোগ করে।

প্রফুল্ল। আমিও ভোগ করব।

ভবানী। ভোগ করবে? (হাস্য)

প্রফুল্ল। আপনি হাসছেন?

ভবানী। মা, বোকা মেয়ের মত কথাটা বললে তাই হাসলেম। তোমার তো কেউ নেই বলছ, তুমি কাকে নিয়ে এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়? শোন, ঐশ্বর্য্য নিয়ে কেউ ভোগ করে, কেউ পুণ্য সঞ্চয় করে, কেউ নরকের পথ পরিষ্কার করে। তোমার ভোগ করবার যো নেই, কেননা তোমার কেউ নেই। তবে এই ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বিস্তর পাপ অথবা বিস্তর পূণ্য সঞ্চয় করতে পার। কোন পথে যেতে চাও?

প্রফুল্ল। যদি বলি পাপই করবো?

ভবানী। আমি তা হলে লোক দিয়ে তোমার অর্থ তোমার সঙ্গে দিয়ে তোমাকে এ বনের বার করে দেব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে, যে তোমার এই অর্থের লোভে তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করতে সম্মত হবে। অতএব তোমার সে মতি হলে আমি তোমাকে এই দণ্ডেই এখান হতে বিদায় করতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্রফুল্ল। লোক দিয়ে আমার টাকাকড়ি আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভবানী। রাখতে পারবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে। যদিও চোর ডাকাতের হাতে উদ্ধার পাও, কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাবে না। পাপের লালসা ফুরাতে না ফুরাতে অর্থ ফুরাবে। যতই কেন অর্থ থাক না, শেষ করলে, শেষ হতে বিস্তর দিন লাগে না। তারপর?

প্রফুল্ল। বাবা, আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাব। আমি বড় কাঙাল, আমার অন্নবস্ত্র জুটলেই ঢের। আমি অর্থ চাই না, দিনপাত হলেই হোলো। এ অর্থ

আপনি নিন। আমি নিষ্পাপে যাতে একমুঠো অন্ন পাই, তার ব্যবস্থা করে দিন।

ভবানী। মা, অর্থ তোমার, আমি নেব না।

প্রফুল্ল। বাবা!

ভবানী। কি মা, তুমি ভাবছ ডাকাতি করে যে পরের অর্থ কেড়ে খায়, সে আবার এ রকম ভাণ করে কেন?

প্রফুল্ল। আপনি আর ডাকাতি করবেন না, আমার অর্থ আপনার কাছে থাক, সেই অর্থ নিয়ে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হতে ক্ষান্ত হোন।

ভবানী। অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নেই, অর্থ আমারও যথেষ্ট আছে। আমি অর্থের জন্য ডাকাতি করি না।

প্রফুল্ল। তবে কি?

ভবানী। আমি রাজত্ব করি।

প্রফুল্ল। ডাকাতি কি রকম রাজত্ব?

ভবানী। যার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্রফুল্ল। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভবানী। এ দেশে রাজা নেই। মুসলমান লোপ পেয়েছে। কোম্পানী সম্প্রতি ঢুকেছে, তারা রাজ্য শাসন করতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি।

প্রফুল্ল। ডাকাতি করে?

ভবানী। শোন মা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাছারীর কর্ম্মচারীরা বাকীদারের ঘর বাড়ী লুট করে। লুকানো অর্থের তল্লাসে ঘর ভেঙে মেঝে খুঁড়ে দেখে, পেলে একগুণের জায়গায় সহস্রগুণ নিয়ে যায়, না পেলে মারে বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জালিয়ে দেয়,

প্রাণ বধ করে। সিংহাসন থেকে শালগ্রাম ফেলে দেয়, শিশুর পা ধরে আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়ে দলে, বৃদ্ধের চোখের ভেতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরে বেঁধে রাখে, যুবতীকে কাছারীতে নিয়ে গিয়ে সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, নারীত্বের চরম অবমাননা করে। এই দুরাত্মাদের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি তা তুমি দুদিন আমার সঙ্গে থাকলে দেখতে পাবে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ আমি সঙ্গে যাব, আমার সমস্ত অর্থ দুঃখীদের দিয়ে আসব।

ভবানী। বেশ! কিন্তু সে এখন নয় মা, কিছুদিন বাদে! এখন তোমায় কিছুদিন আমার কাছে শিক্ষা নিতে হবে?

প্রফুল্ল। শিক্ষা?

ভবানী। হ্যাঁ, তোমার মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি এক অলৌকিক শক্তির আভাষ! অস্ত্রে শস্ত্রে সর্ব্ব বিষয়ে আমি তোমায় সুশিক্ষিত করে নিতে চাই। তোমায় একদিন সমগ্র নিপীড়িত বঙ্গের পালন কর্ত্রী মাতৃকারূপা দেখতে চাই; ভবানী পাঠকের শক্তি সাধনা তোমারই মাঝে সার্থক হয়ে উঠবে মা—তোমারই মাঝে সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রফুল্ল। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন পিতা।

ভবানী। থাক থাক মা—ভাল কথা, এই নির্জ্জন বন প্রদেশে তোমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দু'একজন সঙ্গিনী। অপেক্ষা কর মা, আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান

প্রফুল্ল। শুনেছিলাম ভবানীপাঠক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু নেতা। এখন দেখছি তিনি পরম জ্ঞানী—পরম পণ্ডিত।

(গোবরার মার প্রবেশ)

গোব-মা। ওগো আমি এসেছি—ঠাকুর পাঠিয়ে দিলে।

প্রফুল্ল। তোমায়? তোমার নাম কি গা?

গোব মা। কি বলছ?

প্রফুল্ল। তোমার নাম কি?

গোব-মা। আমি কে জান না? আমি গোবরার মা।

প্রফুল্ল। গোবরার মা! তোমার ক'টী ছেলে গা?

গোব-মা। আমি ছিনু আর কোথা? বাড়ীতে ছিনু।

প্রফুল্ল। তুমি কি জেতের মেয়ে?

গোব-মা। যেতে আসতে খুব পারবো, যেখানে বলবে, সেইখানে যাব।

প্রফুল্ল। বলি তুমি কি লোক?

গোব-মা। আর তোমার লোকে কাজ কি মা! আমি একাই তোমার সব কাজ করে দেব। কেবল দুটো একটা কাজ পারব না।

প্রফুল্ল। পারবে না কি?

গোব-মা। পারবো না কি? এই জল তুলতে পারবো না। আমার কাঁকালে জোর নেই। আর কাপড় চোপড় কাচা, তা না হয় মা, তুমিই করো।

প্রফুল্ল। আর সব পারবে তো?

গোব-মা। বাসন টাসনগুলো মাজা তাও না হয় তুমি আপনিই করলে।

প্রফুল্ল। তাও পারবে না; তবে পারবে কি?

গোব-মা। আর এমন কিছু না। এই ঘর ঝাঁটনো, ঘর নিকনো, এটাও বড় পারিনে।

প্রফুল্ল। তবে পারবে কি?

গোব-মা। আর যা বল। শোলতে পাকাবো, জল গড়িয়ে দেব,

এঁটো পাতা ফেলব, আর আসল কাজ যা যা, তাই করবো, হাট করবো।

প্রফুল্ল। ব্যাসাতির হিসেবটা দিতে পারবে ?

গোব-মা। পেসাদ পাব ?

প্রফুল্ল। পেসাদ নয়, পেসাদ নয়, ব্যাসাতির হিসেব ?

গোব-মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি! তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ করে আসবো। তুমি বলতে পারবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) বাছা! তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

(নিশির প্রবেশ)

নিশি। আর আমার গুণের কথা শুনবে না ভাই ?

প্রফুল্ল। তুমি কে ভাই ? তোমার নাম কি ?

নিশি। তা তো জানি না।

প্রফুল্ল। সে কি, বাপ মায়ে কি নাম রাখেনি ?

নিশি। রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি জানিনে।

প্রফুল্ল। সে কি গো ?

নিশি। জ্ঞান হবার আগে হতে আমি বাপ মার কাছ ছাড়া, ছেলে বেলায় আমায় ছেলে ধরায় চুরি করে নিয়ে গেছলো।

প্রফুল্ল। বটে! তা তারাও তো একটা নাম রেখেছিল ?

নিশি। নানা রকম।

প্রফুল্ল। কি কি ?

নিশি। পোড়ার মুখী, লক্ষীছাড়া, হতভাগী, আঁটকুড়ী, চুলোমুখী।

গোব-মা। যে আমায় পোড়ামুখী বলে সেই পোড়ামুখী, যে

আমার চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমার আঁটকুড়ী বলে সেই আঁটকুড়ী।

নিশি। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলিনি বাছা।

গোব-মা। তুই আঁটকুড়ী বললেও বলেছিস্, না বললেও বলেছিস্। কেন বলবি না ?

প্রফুল্ল। তোমাকে বলছে না, ও আমাকে বলছে।

গোব-মা। ও কপাল! আমাকে না? তোমাকে বলছে, তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ করো না. ও বামনির মুখটা বড় কদুর্য্যি। তা বাছা, রাগ করতে নেই। তোমরা কথা কও ; আমার বড় ক্লেশ হয়েছে—আমি একটু জিরুই গে কেমন ? [প্রস্থান

প্রফুল্ল। তুমি বামনী? তা আমায় এতক্ষণ বলনি? আমার প্রণাম করা হয়নি। (প্রণাম)

নিশি। আমি বামুনের মেয়ে বটে, এরূপ শুনেছি, কিন্তু বামনী নই।

প্রফুল্ল। সে কি ?

নিশি। বামুন জোটেনি।

প্রফুল্ল। বে হয়নি! সে কি ?

নিশি। ছেলে ধরায় কি বিয়ে দেয় ?

প্রফুল্ল। চিরকাল তুমি ছেলে ধরার ঘরে ?

নিশি। না, ছেলে ধরায় এক রাজার বাড়ী বেঁচে এসেছিল।

প্রফুল্ল। রাজারা বিয়ে দিলে না ?

নিশি। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বিবাহটা গন্ধর্ব্ব মতে।

প্রফুল্ল। নিজে পাত্র বুঝি ?

নিশি। নয়তো আর কি ? তাও কদিনের জন্য, বলতে পারিনে।

প্রফুল্ল। তারপর ?

নিশি। রাজমহিষী কিছু গয়না দিয়েছিলেন। গয়না সমেত পালিয়েছিলেম। সুতরাং ডাকাতের হাতে পড়লেম; সে ডাকাতের দলপতি ভবানী ঠাকুর। তিনি আমার কাহিনী শুনে আমার গহনা নিলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন, আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁর কন্যা, তিনি আমার পিতা।

প্রফুল্ল। কিন্তু তোমার নামটি কি ? এখনও তো বললে না ?

নিশি। ভবানী ঠাকুর নাম রেখেছেন নিশি, আমি দিবার বোন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করতে নিয়ে আসবো। ঠাকুর আমাদের দুবোনকে তোমার সঙ্গিনী হয়ে থাকতে বলেছেন।

প্রফুল্ল। সে বেশ হবে—এখানে অন্য ভয় নেই। শুধু গোবরার মার খপ্পর থেকে তোমরা দুবোন আমায় রক্ষা কোরো।

নিশি। কিন্তু তোমার নিজের নাম তো বললে না ?

প্রফুল্ল। আমায় প্রফুল্ল বলে ডেকো।

নিশি। উঁহুঁ প্রফুল্ল নয়—ও পুরোনো নাম বাসি হয়ে গেছে। ঠাকুরের কাছে আমি শুনেছি, তিনি তোমার নূতন নামকরণ করেছেন।

প্রফুল্ল। কি নাম—

নিশি। তোমার নাম দেবী—

প্রফুল্ল। দেবী ?

নিশি। শুধু দেবী নয়, দেবী চৌধুরাণী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাগর বৌয়ের পিত্রালয়

সাগরের গীত

বঁধূর বাঁশরী ডাক দিয়ে যায়
ঐ কদম্ব বনছায়
আয়রে ব্যথিত আয়রে তাপিত
পরান জুড়াবি আয় ॥
হেথা শোক নাই হেথা জ্বালা নাই
প্রণয়ে হেথায় দহন নাই।
নিতি নিধুবনে মধুরসে দোলে
রাস রাসিয়া বঁধু নাগর কানাই ॥

(গীতান্তে ব্রজেশ্বরের শ্বশুরের প্রবেশ)

ব্রজ-শ্ব। সাগর! সাগর!

সাগর। বাবা!

ব্রজ-শ্ব। শোন মা, খবর পেলুম, এতদিন বাদে ব্রজেশ্বর বাবাজী আমাদের এখানে আসছেন। কতদিন কত সাধ্য সাধনা করে তাকে আনতে পারিনি, আজ যে না ডাকতেই সে নিজে আসছে, তার কারণ কি অনুমান করতে পার মা ?

সাগর। কি বাবা ?

ব্রজ-শ্ব। শোন মা, দেশের আজ বড় দুর্দ্দিন। একদিকে ইজারাদার দেবী-সিংহের অত্যাচার, অন্যদিকে দস্যুপতি ভবানী পাঠকের দলের নতুন নেত্রী দেবী চৌধুরাণীর ভয়ে সবাই সশঙ্কিত।

সাগর। দেবী চৌধুরাণী কে বাবা?

ব্রজ-শ্ব। শুনেছি অগাধ রূপবতী, গুণবতী এক বিদুষী মহিলা, অথচ সে দস্যুদলের নেত্রী। দুহাজার সুশিক্ষিত লেঠেল তাঁর তাঁবে।

সাগর। এমন বিদুষী হয়ে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

ব্রজ-শ্ব। কিছুই বুঝতে পারছিনা মা, তবে লোকে বলে তার দস্যুবৃত্তি দুর্ব্বল পীড়ন নয়, সে চায় আততায়ীদের দমন করতে। সে যা হোক মা, যে কথা বলছিলাম শোন। খবর পেয়েছি ইজারাদার দেবী-সিংহের পঞ্চাশ হাজারের দায়ে হরবল্লভ রায়ের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। বাবাজীদের সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে।

সাগর। সে কি!

ব্রজ-শ্ব। উতলা হয়ো না মা। আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য, আমি মরলে সবই তো তোমার। হ্যাঁ শোন, আমার খুব বিশ্বাস, হরবল্লভ রায় এখন দায়ে পড়ে ছেলেকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে টাকা ধার করতে। আমি এক পয়সাও দেব না মা।

সাগর। বাবা!

ব্রজ-শ্ব। না মা, তুমি বুঝছ না, শয়তান হরবল্লভকে একটু জব্দ করা দরকার।

সাগর। বাবা!

ব্রজ-শ্ব। আহা যাই করি না কেন, জামাই তো পর হবে না। আমি মরলে এ সব তার। [ব্রজেশ্বরের প্রবেশ ও সাগরের প্রস্থান

এস বাবা এস, তারপর বাড়ীর সব মঙ্গল ত?

ব্রজ। আজ্ঞে না। বড় বিপদ, বাবাকে হয়ত কয়েদ হতে হবে।

ব্রজ-শ্ব। হ্যাঁ শুনেছি—দেবী সিংহের দায়ে।

ব্রজ। আপনার যথেষ্ট অর্থ আছে, আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিন, বাবাকে এ যাত্রা রক্ষা করি।

ব্রজ-শ্ব। টাকা দেব ? হুঁ টাকা—টাকা, ও সব আশা ছেড়ে দাও। ওরে ও আহ্লাদির মা, জামাইবাবুকে নিয়ে যা, যাও বাবাজী চানটান করে মাথা ঠাণ্ডা কর। টাকা—টাকা—　　[প্রস্থানোদ্যত

ব্রজ। শুনুন।

ব্রজ-শ্ব। (ফিরিয়া) শুনবো কি ? কি শুনবো ? টাকা—টাকার কথা বলবে ত ? বাপু হে! আমার যে টাকা সে তোমারই জন্য আছে। আমার আর কে আছে বল ? কিন্তু টাকাগুলি যতদিন আমার হাতে আছে, ততদিন আছে, তোমার বাবাকে দিলে কি আর থাকবে? মহাজনে খাবে। কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করতে চাও ?

ব্রজ। তা হক। আমি অর্থের প্রত্যাশী নই। আমার বাবাকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।

ব্রজ-শ্ব। বাবাকে বাঁচান, তোমার বাপ বাঁচলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকলে দুঃখ ঘুচবে, শ্বশুর বাঁচলে তো দুঃখ ঘুচবে না।

ব্রজ। তবে আপনার মেয়ে টাকা নিয়েই থাকুক। বুঝেছি, জামায়ের আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি জন্মের মত বিদায় হলেম।

ব্রজ-শ্ব। দাঁড়াও! ভয় দেখাচ্ছ! অ্যাঁ ভয়! শোন বাপু, ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে এক কাণাকড়িও বার করতে পারবে না বাপু।

ব্রজ। একবার ভেবে দেখুন!

ব্রজ-শ্ব। সোজা কথা, এখানে কিছু পাবে না।　　[প্রস্থান

ব্রজ। কিছুতেই টাকা দিলে না। বাবার এই বিপদের কথা বল্লুম, তবু শুনলে না! আচ্ছা আমিও দেখবো।

[প্রস্থানোদ্যত

(সাগরের প্রবেশ)

সাগর। শোন, আমি ত কোন অপরাধ করিনি! আমায় ছেড়ে যেও না। তোমার পায়ে পড়ি।

ব্রজ। আঃ পা ছাড়। (লাথি দিয়া পা ছাড়াইয়া লইল)

সাগর। (উঠিয়া) কি! আমায় লাথি মারলে?

ব্রজ। যদি মেরেই থাকি; তুমি না হয় বড় মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার, তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজো করেছিলেন।

সাগর। ঝকমারি করেছিলেন, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

ব্রজ। কি, পালটে লাথি মেরে?

সাগর। আমি অত অধম নই। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

নেপথ্যে দেবী চৌধুরাণী। আমার পা কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দেবে।

সাগর। হাঁ, আমার পা কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দেবে।

ব্রজ। আমারও সেই প্রতিজ্ঞা। যদ্দিন আমি তোমার পা টিপে না দিই, ততদিন আমিও তোমায় মুখ দেখাব না। যদি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ। [প্রস্থান

সাগর। এত রাগ! ছিঃ ছিঃ!

(পানের ডিবা লইয়া ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। দিদিমণি! কি হোলো দিদিমণি?

সাগর। হ্যাঁরে তুই জানালা থেকে কথা কইছিলি?

ঝি। কই না!

সাগর। না। তবে কে জানলায় দেখ তো!

(দেবীচৌধুরাণীর প্রবেশ)

দেবী। জানালায় আমি ছিলুম।

সাগর। তুমি কে গা?

দেবী। তোমরা কি কেউ আমায় চেন না?

সাগর। না, কে তুমি?

দেবী। আমি দেবী চৌধুরাণী।

ঝি। হাঁ—আঁ—আঁ—(হাত হইতে ডিবা পড়িয়া গেল ও বসিযা পড়িল)

দেবী। চোপ রহো হারামজাদী। খাড়া রহো।

সাগর। দেখি—দেখি—একি! প্রফুল্ল!

দেবী। চোপ্ আমি দেবী চৌধুরাণী। সাগর, আয় আমার সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য

দেবীরাণীর বজরার কক্ষ

(একটী নর্ত্তকী আরতি নৃত্য করিতেছিল)

নিশি। চমৎকার নেচেছে না দিবা?

দিবা। হ্যাঁ।

নিশি। কিন্তু আজ এই নৃত্য—এই সমারোহ, দেবীরাণীর বজরায় আজ এত বিচিত্র আয়োজনের হেতু জানিস দিবা?

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। হেতু আবার কি? আমার শ্রীকৃষ্ণকে আজ বন্দী করে এনে এই বজরায় নৌ-বিহার করব তাই—

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গরাজ। রাণীজী কী জয়!

দেবী। কি সংবাদ ? সব মঙ্গল ?

রঙ্গরাজ। আজ্ঞে হ্যাঁ !

দেবী। আমাদের কেউ জখম হয়েছে ?

রঙ্গরাজ। কেউ না।

দেবী। তাদের কেউ খুন হয়েছে ?

রঙ্গরাজ। কেউ না। আপনার আজ্ঞামত কাজ হয়েছে।

দেবী। তাদের কেউ জখম হয়েছে ?

রঙ্গরাজ। আমরা ছিপ নিয়ে তাদের বজরা ঘিরে ফেললে—বরকন্দাজেরা বাধা দিতে এলো। তাই কাউকে বধ করবার উদ্দেশ্য না থাকলেও একটু আধটু লড়তে হলো। ফলে দুটো হিন্দুস্থানী দু-একটো আঁচড় খেয়েছে, কাঁটাফোটার মত।

দেবী। তাদের বজরার মাল ?

রঙ্গরাজ। সব এনেছি, মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু ?

রঙ্গরাজ। বাবুকে ধরে এনেছি।

দেবী। হাজির কর ! (দেবী পর্দায় মুখ ঢাকিলেন)

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজ। এরা কারা দস্যু সর্দার ?

দেবী। আপনি কে ?

ব্রজ। কি আশ্চর্য্য ! এ কার কণ্ঠস্বর ! কিন্তু—না—না—সে কেমন করে সম্ভব !

দেবী। আঃ কথার উত্তর দিন। কে আপনি ?

ব্রজ। পরিচয় নিয়ে কি হবে ? আমার অর্থের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ, তা পেয়েছেন। নামে তো টাকা হবে না।

দেবী। হবে বৈ কি! আপনি কি দরের লোক; তা না জানলে টাকার ঠিকানা কি করে হবে?

ব্রজ। সেই জন্যে কি আমাকে ধরে এনেছেন?

দেবী। নইলে আপনাকে আমরা আনতুম না।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুখীরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না দেখবার জন্যে।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না!

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী—

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হতে পারে।

নিশি। গলাটা ধরে গেছে যে!

দেবী। আমি আর এ রঙ্গ করতে পারি না, তুই কথা ক'। সব জানিস তো, আয় দিবা! [দেবীর প্রস্থান

নিশি। এইবার ঠিক বলেছ; সুতরাং তুমি বসতে পারো—হ্যাঁ তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।

ব্রজ। যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকিয়ে নিন, আমি স্বস্থানে চলে যাই, কি দরে আমাকে ছাড়বেন।

নিশি। এক কড়া কাণাকড়ি, সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি দিয়ে চলে যান।

ব্রজ। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা থেকে এনে দিন।

ব্রজ। বজরাতে যা ছিল তা আপনার অনুচরেরা নিয়ে এসেছে। আর এক কড়া কাণাকড়িও বজরায় নেই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কাণাকড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যতদিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনিয়ে দিতে পারেন, ততদিন কয়েদ থাকুন।

(অবগুণ্ঠিতা সাগরের প্রবেশ)

সাগর। যদি এক কড়া কাণাকড়ি এই মানুষটার দর হয় তবে আমি এক কড়া কাণাকড়ি দিচ্ছি, আমার কাছে ওকে বিক্রি করুন।

ব্রজ। কি আশ্চর্য্য! এ গলার আওয়াজও চেনা চেনা! একি প্রহেলিকা—

নিশি। শুনলেন, আপনি বিক্রি হলেন। আমি কাণাকড়ি পেয়েছি, উনি আপনাকে কিনলেন, আপনি ওর সঙ্গে যান, রাঁধতে হবে। [প্রস্থান

ব্রজ। আমায় তোমার ভাত রাঁধতে হবে?

সাগর। হুঁ—কেমন রাঁধতে জান, পরিচয় দাও। আগে বল তোমার নাম কি?

ব্রজ। তা তো তোমরা সকলেই জান দেখছি, আমার নাম ব্রজেশ্বর, তোমার নাম কি?

সাগর। চোপ্! আমি তোমার মনিব; আমাকে 'আপনি' 'মশায়' আর 'আজ্ঞা' বলবে।

ব্রজ। আজ্ঞে তাই হবে! আপনার নাম?

সাগর। আমার নাম? আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরতে পারবে না। তুমি আমাকে মনিব ঠাকরুণ বলো। এখন তোমার পরিচয় দাও। বাড়ী কোথায়?

ব্রজ। এক কড়ায় কিনেছ, তাও আবার কাণা, অত পরিচয়ে প্রয়োজন কি?

সাগর। তুমি রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক?

ব্রজ। আমি রাঢ়ী।

সাগর। কুলীন না বংশজ?

ব্রজ। এ কথা তো বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ জুটবে নাকি? আমি কৃতদার।

সাগর। কৃতদার? কয় সংসার করেছেন?

ব্রজ। এর চেয়ে তোমার জল তুলতে হয় জল তুলবো, অত পরিচয় দেব না।

সাগর। (উচ্চৈঃস্বরে) রাণীজী! বামুনঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।

নিশি। (নেপথ্যে) বেত লাগাও।

(দিবা ভিতর হইতে বেত আনিল)

দিবা। এই নাও বেত। [বেত দিয়া প্রস্থান

সাগর। (বেত অ ছড়াইয়া) দেখছ?

ব্রজ। (হাসিয়া) আপনারা সব পারেন। কি কর্ত্তে হবে?

সাগর। তোমার পরিচয় চাই না, পরিচয় নিয়ে কি হবে? তোমার রান্না ত খাব না। তুমি আর কি কাজ করতে পার, বল।

ব্রজ। হুকুম করুন।

সাগর। জল তুলতে জান?

ব্রজ। না।

সাগর। কাঠ কাটতে জান?

ব্রজ। মোটামুটি রকম।

সাগর। উহুঁ মোটামুটি রকমে চলবে না। বাতাস করতে জান?

ব্রজ। পারি।

সাগর। আচ্ছা, এই চামর, বাতাস কর। (বসিয়া) এস বাতাস কর—(ব্রজেশ্বরের তথা করণ) আচ্ছা, আর একটা কাজ জান? পা টিপ্‌তে জান?

ব্রজ। তোমাদের মতন সুন্দরীর পা টিপবো, সে তো সৌভাগ্য।

সাগর। (পা বাড়াইয়া দিল) তবে একবার পাটা টেপ না!

ব্রজ। (পা টিপিতে টিপিতে স্বগত) এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এখন পরিত্রাণ পেলে বাঁচি।

সাগর। রাণীজী! একবার এইদিকে আসুন না—

(ব্রজেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল)

সাগর। সে কি, পেছোও কেন? (মুখ তুলিয়া চাহিল)

ব্রজ। একি! একি! তুমি—তুমি! সাগর?

সাগর। আমি সাগর, গঙ্গা নই, যমুনা নই, খাল নই, সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য না? যখন পরের স্ত্রী মনে করেছিলে—তখন বড় আহ্লাদ করে পা টিপেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হয়ে পা টিপতে বলেছিলেম, তখন রাগে গরগর করে চলে গেলে। যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে। তুমি আমার পা টিপেছ। এখন আমার মুখ পানে চেয়ে দেখতে পার। আমায় ত্যাগ কর আর পায়ে রাখ, এখন জানলে তো আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।

ব্রজ। সাগর, তুমি এখানে কেন?

সাগর। সাগরের স্বামী তুমিই বা এখানে কেন ?

ব্রজ। তাই কি ? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী ? আমাকে ধরে এনেছে, তোমাকেও কি ধরে এনেছে ?

সাগর। না, আমি কয়েদী নই আমাকে কেউ ধরেও আনেনি। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য নিয়েছি। তোমাকে দিয়ে আমার পা টেপাব বলে দেবী রাণীর রাজ্যে বাস কচ্ছি।

(নিশির প্রবেশ)

ব্রজ। (দাঁড়াইয়া) এই বোধ হয় দেবী চৌধুরাণী।

নিশি। স্ত্রীলোক ডাকাত হলেও তার অত সম্মান করতে নেই, আপনি বসুন। তুইও বোস্—এখানে বোস্। এখন শুনলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাতি করেছি। সাগরের পণ উদ্ধার হয়েছে, এখন আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার নৌকায় ফিরে গেলে কেউ আটক করবে না, আপনার জিনিষ-পত্র এক কপর্দ্দকও কেউ নেবে না। সব আপনার বজরায় ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এই পোড়ারমুখী সাগর বৌএর কি হবে ? একি বাপের বাড়ী ফিরে যাবে ? একে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি ? মনে করুন, আপনি ওঁর এক কড়ায় কেনা গোলাম।

ব্রজ। আপনারা আমায় বোকা বানালেন। আমি মনে করেছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দল আমার বজরায় ডাকাতি করেছে !

নিশি। সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবীরাণী সত্য সত্যই ডাকাতি করেন।

ব্রজ। দেবীরাণী সত্য সত্যই ডাকাতি করেন, তবে—আপনি কি দেবীরাণী নন ?

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজীকে দেখতে চান,

তিনি দেখা দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলছিলেম—তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাতি করি। কিন্তু আপনার ওপর ডাকাতি করবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই; কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে?

ব্রজ। এল কি প্রকারে?

নিশি। রাণীজীর সঙ্গে।

ব্রজ। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়েছিলাম, সেখান হতেই আস্‌ছি। কই সেখানে ত রাণীজীকে দেখিনি।

নিশি। রাণীজী আপনার আসবার পরে সেখানে গেছলেন।

ব্রজ। তবে এর মধ্যে এখানে এলেন কি প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখেছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্রজ। তবে আপনারাই—কেন ছিপে করে সাগরকে রেখে আসুন না?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাকেও না বলে রাণীর সঙ্গে এসেছে; এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরে গেলে সবাই জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় গিয়েছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরে গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্রজ। ভাল, তাই হবে। আপনি অনুগ্রহ করে ছিপ হুকুম করে দিন।

নিশি। দিচ্ছি। [প্রস্থান

ব্রজ। সাগর, তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলে? সাগর! তুমি আমায় ডাকলে না কেন? ডাকলেই সব মিটে যেত।

সাগর। কপালের ভোগ, কিন্তু আমি নাই ডেকেছি। তুমিই বা এলেনা কেন?

ব্রজ। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে—না ডাকলে যাই কি বলে? সাগর! তুমি ডাকাতের সঙ্গে কেন এলে?

সাগর। শোন বলছি—দেবী সম্বন্ধে আমার ভগ্নী হয়, পূর্ব্বে জানা শুনো ছিলো। তুমি চলে এলে সে আমার বাপের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। আমি কাঁদছি দেখে সে বললে, কাঁদ কেন ভাই? তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দেবো। আমার সঙ্গে দু'দিনের তরে এস। তাই আমি এলেম।

(নিশি ও দিবার প্রবেশ)

নিশি। ছিপ তৈয়ারী। বড্ড লজ্জা, না? হাঁ, তারপর যা বলছিলুম। দেখ, তুমি রাণীর বোনাই, কুটুম্বকে স্বস্থানে পেয়ে আমরা আদর করলেম না, কেবল অপমানই করলেম—এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাত বলে—আমাদের কি হিন্দুয়ানী নেই?

ব্রজ। কি করতে বলেন?

নিশি। প্রথমে ভাল হয়ে বসুন। দিবা বাজাতে বল।

[দিবার প্রস্থান

ব্রজ। বাজাবে? (উপবেশন)

নিশি। আপনি চুপ করুন দেখি, তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস, কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।　　[সাগরের প্রস্থান

ব্রজ। সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার? ডাকাতি করে ধরে এনে কয়েদ করেছ, সে অত্যাচার সয়েছি, কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সবো না, দোহাই।

(খাবার লইয়া সাগরের পুনঃ প্রবেশ)

নিশি। তা হবে না, কিছু খেতেই হবে। (ব্রজেশ্বর আহার করিতে বসিল) নিজে দেখে শুনে বেশ আদর করে খাওয়া ভাই! জানিস তো আমরা পরের জিনিষ ছুঁই না, সোনা রূপা ছাড়া।

ব্রজ। তবে আমি পেতল কাঁসার দলে পড়লেম নাকি?

নিশি। আমি ত তাই মনে করি। পুরুষ মানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকলে ঘর সংসার চলে না, তাই রাখতে হয়, কথায় কথায় সকৃড়ি হয়! মেজে ঘসে ধুয়ে ঘরে তুলতে নিত্যি প্রাণ বেরিয়ে যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটি বাটি তফাৎ কর, কি জানি, যদি সকড়ি হয়।

ব্রজ। একে ত পেতল কাঁসা, তার মধ্যে আবার ঘটী বাটী, ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হবারও যোগ্য নই?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারিনি, আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষ মানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য, আমরা গুণবতী, তাই জল পুরে পূর্ণকুম্ভ করে রাখি।

নিশি। ঠিক বলেছিস, তাই মেয়ে মানুষ এ জিনিষ গলায় বেঁধে সংসার সমুদ্রে ডুবে মরে।

সাগর। (নিশিকে) ব্রাহ্মণভোজন করালে কিছু দক্ষিণা দিতে হয় যে?

নিশি। দক্ষিণে, রাণী স্বয়ং দেবেন, ওই আসছেন?

[সাগরের প্রস্থান

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। আমি আপনাকে আজ জোর করে ধরে এনে বড় কষ্ট দিয়েছি! কেন এমন কুকর্ম্ম করেছি তা শুনেছেন। আমার অপরাধ নেবেন না।

ব্রজ। আমার উপকারই করেছেন।

দেবী। আপনি আমার এখানে দয়া করে জল গ্রহণ করেছেন,

তাতে আমার বড় মর্য্যাদা বেড়েছে। আপনি কুলীন, আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য, তায় আপনি আমার কুটুম্ব। যা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিচ্ছি, তা গ্রহণ করুন।

[বরকন্দাজের কলসী লইয়া প্রবেশ ও রাখিয়া প্রস্থান

ব্রজ। আপনি আমায় স্ত্রীরত্ন ফিরিয়ে দিয়েছেন! এর বেশী আর কি দেবেন!

দেবী। (কলসী দেখাইয়া) এইটী গ্রহণ করতে হবে।

ব্রজ। আপনার বজরায় এত সোনা রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটা নিতে আপত্তি করলে সাগর আমায় বকবে। কিন্তু একটা কথা আছে।

দেবী। আমি শপথ করে বলছি এ চুরী ডাকাতীর নয়! আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে, শুনে থাকবেন। অতএব গ্রহণ করতে কোন সংশয় করবেন না।

ব্রজ। একি? কলসীটে নিরেট নাকি?

দেবী। টানবার সময় ওর ভেতর শব্দ হয়েছিল। নিরেট সম্ভবে না।

ব্রজ। তাই ত, এতে কি আছে! (কলসীতে হাত দিয়া মোহর তুলিল) এগুলি কিসে ঢেলে রাখবো?

দেবী। ঢেলে রাখবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিচ্ছি।

ব্রজ। সে কি?—

দেবী। কেন?

ব্রজ। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শো।

ব্রজ। তেত্রিশ শো মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর। বুঝেছি, সাগর আপনাকে টাকার কথা বলেছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনেছি আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্রজ। তাই দিচ্ছেন?

দেবী। টাকা আমার নয়, আমার দান করবার অধিকার নেই। টাকা দেবতার, আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিচ্ছি।

ব্রজ। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন, বোধ হয় চুরী ডাকাতি করেও যদি আমি এই টাকা সংগ্রহ করি, তাতেও আমার অধর্ম্ম হয় না। কেন না, এ টাকা নইলে আমার বাবা অপদস্থ হবেন। আমি এ টাকা নেব, কিন্তু কবে এ পরিশোধ করতে হবে?

দেবী। ঋণ পরিশোধ—আমার ঋণ পরিশোধ করতে চান?

ব্রজ। বলুন—

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পেলেই হলো। আমার মৃত্যুর সংবাদ শুনলে পর ঐ টাকা আসল আর এক মোহর সুদ দেবতার সেবায় ব্যয় করবেন।

ব্রজ। সে আমারই ব্যয় করা হবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। আমি এতে স্বীকৃত নই!

দেবী। তবে আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করবেন।

ব্রজ। আমার টাকা জুটলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

দেবী। আপনার লোক কেউ আমার কাছে আসবে না—আসতেও পারবে না।

ব্রজ। আমি নিজে টাকা নিয়ে আসবো।

দেবী। কোথায় আসবেন? আমি একস্থানে থাকি না।

ব্রজ। যেখানে বলে দেবেন!

দেবী। দিন ঠিক করে বললে আমি স্থান ঠিক করে বলতে পারি।

ব্রজ। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করতে পারবো। কিন্তু একটু বেশী করে সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা পরিশোধ করব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকবো। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর এখানে আমার দেখা পাবেন না!

ব্রজ। যে আজ্ঞে।

দেবী। দিবা, কলসী এঁর ছিপে তুলে দেবার ব্যবস্থা কর। (ইঙ্গিত ; বরকন্দাজের কলসী লইয়া প্রস্থান) আর একটী কথা বাকী আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম, মর্য্যাদা আপনার কৈ ?

ব্রজ। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা ও নয়। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখবো।

(অঙ্গুরী খুলিয়া ব্রজেশ্বরেব হাতে পরাইয়া দিলেন)

ব্রজ। একি স্পর্শ! এ যে চিরপরিচিত! কে তুমি! কে তুমি! (মুখ তুলিয়া ধরিয়া) প্রফুল্ল! না না, সে যে মরে গেছে—সে যে মরে গেছে! (পলায়ন)

নিশি। এই কি মা তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম ? এই কি সন্ন্যাস ?

দেবী। নিশি, সন্ন্যাস ধর্ম্ম রমণীর জন্য নয়—রমণীর জন্য নয়।

নিশি। মা—

দেবী। আর এখানে নয়, না না আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে পারব না। শিগগির পালাই চল!—রঙ্গরাজ দামামা বাজাও (দামামা ধ্বনি) বজরা খুলে দিতে বল। চার পাল তুলে দাও—চার পাল তুলে দাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনভূমি

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী

ভবানী। মা, কাল রাত্রে তুমি ডাকাতি করেছ ?

দেবী। আপনার কি বিশ্বাস হয় ?

ভবানী। কি জানি !

দেবী। কি জানি মানে ? আপনি কি আমায় জানেন না ? দশ বছর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে বেড়ালাম। লোকে জানে, যত ডাকাতি হয়, সব আমিই করি, একদিনের জন্য এ কাজ আমা হতে হয়নি, তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলেন, কি জানি ?

ভবানী। রাগ কর কেন ? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাতি করি, তা মন্দ কাজ বলে আমরা জানি না। তাহলে একদিনের তরেও এ কাজ করতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না বোধ হয় ? কেন না, তাহলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরেছে। আমি আপনার কথায় এতদিন ভুলেছিলাম, আর ভুলব না। পরদ্রব্য কেড়ে নেওয়া মন্দ কাজ নয় তো মহাপাতক আর কি আছে ? আপনাদের সঙ্গে আর আমি কোন সম্বন্ধই রাখবো না।

ভবানী। সে কি ! যা এতদিন শিখিয়ে দিয়েছি, তাই কি আবার বোঝাতে হবে ? যদি আমি এ ডাকাতির ঐশ্বর্য্য এক কপর্দ্দক গ্রহণ

করতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি ত জান, যে কেবল পরকে দেবার জন্য ডাকাতি করি। দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নেই, দুষ্ট দমন নেই, যে যার পায় কেড়ে খায়, আমরা তাই তোমায় রাণী করে রাজ্যশাসন করি, তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম ?

দেবী। রাজরাণী যাকে করবেন, সেই হতে পারবে। আমাকে অব্যাহতি দিন, আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নেই।

ভবানী। আর কাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কারো অতুল ঐশ্বর্য্য নেই, তোমার ঐশ্বর্য্যে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার ঐশ্বর্য্য সকলই আমি আপনাকে দিচ্ছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করতুম, আপনিও সেইরূপ খরচ করবেন। আমি কাশী গিয়ে বাস করব মনে করেছি।

ভবানী। কেবল তোমার ঐশ্বর্য্যেই কি সকলে বশ ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী, গুণে যথার্থ রাজরাণী ! অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলে জানে; কেননা তুমি সন্ন্যাসিনী মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী, তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্যশাসন করি ; নইলে আমাদের কে মানতো মা ?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাতিনী বলে জানে, এ অখ্যাতি মলেও যাবে না।

ভবানি। অখ্যাতি কি ? এ বরেন্দ্র ভূমিতে আজকাল কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত !

দেবী। তবু আমি রাণীগিরি হতে অবসর পেতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। ভাল লাগে না ? যদি ভাল না লাগে, তবে রঙ্গরাজকে কাল ডাকাতি করতে পাঠিয়েছিলে কেন ?

দেবী। কাল রঙ্গরাজ ডাকাতি করেনি, ডাকাতির ভান করে ছিল মাত্র।

ভবানী। কেন?

দেবী। একটা লোককে ধরে আনবার জন্যে।

ভবানী। লোকটা কে?

দেবী। তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।

ভবানী। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি, তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দেবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়ে ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা করেছি।

ভবানী। ভাল করনি। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। থামকা আপনার বেয়ানের জাত মেরেছিল। তার জাত যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী। সে কি রকম?

ভবানী। তার একটী পুত্রবধূর কেউ ছিল না। কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরীবের বাগদী অপবাদ দিয়ে বউটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে, দুঃখে বউটার মা মরে গেল।

দেবী। আর বউটা?

ভবানী। শুনেছি খেতে না পেয়ে মরে গেছে।

দেবী। ওঃ! কিন্তু আমাদের সে সব কথায় কাজ কি, আমরা পরহিত ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখো দেখবো; তারই দুঃখ মোচন করবো।

ভবানী। ক্ষতি নাই; কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোকের দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, এখন কিছু কিছু পেলেই তারা আহার করে গায়ে বল পায়, গায়ে বল পেলেই তারা লাঠিবাজী করে, আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করতে পারে! তুমি একদিন শীঘ্র দরবার করে তাদের রক্ষা কর।

দেবী। তবে প্রচার করুন যে, এইখানে আগামী সোমবার দরবার হবে।

ভবানী। না, এখানে আর তোমার থাকা হবে না। কোম্পানী সন্ধান পেয়েছে যে, তুমি এখন এ প্রদেশে আছো! এবার পাঁচশত সেপাই নিয়ে তোমার সন্ধানে আসছে। অতএব এখানে দরবার হবে না।

দেবী। তবে ?

ভবানী। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হবে; প্রচার করেছি, সোমবার দিন অবধারিত করেছি। সে জঙ্গলে সেপাই যেতে সাহস করবে না। করলে মারা পড়বে। তুমি ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে নিয়ে আজই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দেবী। বেশ এইবার চল্লেম। কিন্তু আজ আপনাকে বলে যাচ্ছি, আর এ কাজ করবো কি না সন্দেহ। এতে আর আমার মন নাই।

[প্রস্থান

ভবানী। হুঁ মন নেই! ভবানী পাঠকের এত পরিশ্রম, সব তুমি বিফল করে দেবে। বেদ-বেদান্ত ভাগবত-গীতা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তোমায় পাঠ করিয়েছি। ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ, অসি চালনা সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় তোমাকে সুশিক্ষিত করে তুলেছি, নিপীড়িত বাঙ্গালী জাতিকে অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা করব শুধু এই কামনা…এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে! আমার সে সঙ্কল্প এত শীঘ্র আমি ব্যর্থ হতে দেব না; না, কিছুতেই না, রঙ্গরাজ!

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গরাজ। আদেশ করুন প্রভু!

ভবানী। দেবীর মন বড় বিচলিত হয়েছে! সে আমাদের ত্যাগ করে চলে যেতে চায়!

রঙ্গ। সে কি প্রভু?

ভবানী। সর্ব্বদা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে; আমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন; সন্দেহজনক কিছু বুঝলে আমায় সংবাদ দেবে। যাও!

রঙ্গরাজ। যথাজ্ঞা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

ব্রজেশ্বর ও সাগর

ব্রজ। দেবীর বজরা ওখান থেকে কোথা গেল?

সাগর। তা দেবী ভিন্ন আর কেউ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাউকে বলে না।

ব্রজ। আচ্ছা, দেবী কে?

সাগর। দেবী—দেবী!

ব্রজ। তোমার কে হয়?

সাগর। বলেছিতো ভগিনী।

ব্রজ। কি রকম ভগিনী?

সাগর। জ্ঞাতি।

ব্রজ। দেবী কি ডাকাতি করে?

সাগর। তোমার কি বোধ হয়?

ব্রজ। ডাকাতির মতন তো সব দেখলাম। ডাকাতি করলেও করতে পারে, তাও দেখলাম, তবুও বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতি করে।

সাগর। তবু কেন বিশ্বাস হয় না?

ব্রজ। কে জানে, ডাকাতি না করলেই বা এত ধন কোথায় পেলে?

সাগর। কেউ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পেয়েছে, কেউ বলে, মাটীর ভেতর পোতা টাকা পেয়েছে; কেউ বলে, দেবী সোনা তৈয়ারী করতে জানে।

ব্রজ। দেবী কি বলে ?

সাগর। দেবী বলে এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্রজ। পরের ঐশ্বর্য্য পেলে কোথায় ?

সাগর। তা কি জানি !

ব্রজ। পরের ঐশ্বর্য্য হ'লে অত আমীরী করে, পরে কিছু বলে না ?

সাগর। দেবী কিছু আমীরী করে না, খুদ খায়, মাটীতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখলে সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র। কেবল দোকানদারী। ভালকথা, তোমার হাতে ওকি ?

ব্রজ। কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করেছিলুম বলে, দেবী আমাকে এই আংটিটি মর্য্যাদা দিয়েছে।

সাগর। দেখি ! (আংটি লওন) এতে দেবী চৌধুরাণী নাম লেখা আছে।

ব্রজ। কৈ ?

সাগর। ভেতরে ফাঁশিতে।

ব্রজ। (পড়িয়া) এ কি ! এযে আমার নাম—আমার আংটি। সাগর ! তোমায় আমার দিব্বি, যদি তুমি আমার কাছে সত্যি কথা না বল। আমায় বল, দেবী কে ?

সাগর। তুমি চিন্‌তে পারনি, সে কি আমার দোষ ? আমি তো চিনেছিলেম।

ব্রজ। কে—কে—বল—দেবী কে ?

সাগর। প্রফুল্ল !

ব্রজ। অ্যাঁ ? প্রফুল্ল ! প্রফুল্ল ডাকাত ! ছিঃ—

(হরবল্লভের কাশির শব্দ)

সাগর। ও মা ! ঠাকুর আসছেন। [প্রস্থান

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। সংবাদ কি? টাকার কি হল?

ব্রজ। আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নি।

হর। পারেন নি, তাইতো কি সর্ব্বনাশ তাহলে—

ব্রজ। কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পেয়েছি।

হর। পেয়েছ! তা আমায় এতক্ষণ বলনি? দুর্গা, দুর্গা, বাঁচলেম।

ব্রজ। টাকাটা যে স্থানে পেয়েছি, তাতে সে টাকা গ্রহণ করা উচিত কিনা, বলা যায় না।

হর। কে দিলে?

ব্রজ। তার নামটা মনে আসছে না, এই যে কে একজন মেয়ে ডাকাত আছে।

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী?

ব্রজ। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পেলে কি প্রকারে?

ব্রজ। টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়েছে।

হর। বদলোকের টাকা, তা লেখাপড়া কি রকম হয়েছে?

ব্রজ। একটু সুযোগ পাওয়া গিয়েছে বলেই লেখাপড়া করতে হয় নাই।

হর। হুঁ।

ব্রজ। দেখুন, পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকা নেওয়া সম্বন্ধে আমার তেমন মত নয়।

হর। টাকা নেব না ত ফাটকে যাব নাকি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা, পুণ্যের টাকা কি? আর জপ তপের টাকাই বা কোথা পাব? সে আপত্তি করে কাজ নেই। কিন্তু

আসল আপত্তি এই যে ডাকাতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া হয়নি, ভয় হয়, পাছে দেবী হলে বাড়ী-ঘর লুটপাট করে নিয়ে যায়। তা টাকার মেয়াদ কত দিন ?

ব্রজ। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হল ডাকাত ! দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, তার টাকা পাঠিয়ে দেব ?

ব্রজ। ঐ দিন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত সে সন্ধানপুরে কালমাজির ঘাটে বজরায় থাক্‌বে। সেইখানে টাকা পৌছুলেই হবে।

হর। ভাল, সেদিন সেইখানে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তুমি যাও, বিশ্রাম কর গে—

ব্রজ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান

হর। হুঁ ! সে বেটীর আবার টাকা শোধ দেবে ! বেটীকে সেপাই এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে ! তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার সময় কাপ্তেন সাহেবকে তার পল্টন শুদ্ধ আমি যদি তার বজরায় না ওঠাই ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতট

বজরা তটে বাঁধা—দিবা ও নিশি

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। নিশি—

নিশি। দেবী—

দেবী। বড় চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে ! এই জ্যোৎস্নালোকে মনে হচ্ছে সত্যই যেন নন্দলালা বিরহ ব্যাকুলা গোপাঙ্গনা আমরা—

নিশি। সে কি! বিরহ হবে কেন? তিনি যে আসছেন। চন্দ্রাস্তের পূর্ব্বেই দেখা দেবেন। মনে নেই, আজ যে বৈশাখের শুক্লা সপ্তমী।

দেবী। হাঁ, মনে আছে নিশি! তিনি আজ আসবেন, তাই সহস্র বিপদ মাথায় করে এখানে এসেছি।

নিশি। বিপদ!

দেবী। বুঝছ না? দেখ—(দিবা ও নিশির দুরবীক্ষন দর্শন) কি দেখলে?

নিশি। একখানা ছিপ্, ওতে অনেক মানুষ দেখছি বটে।

দেবী। ছিপে সেপাই আছে।

দিবা। ছিপগুলো চড়ে লাগান আছে দেখ্‌ছি।

দেবী। ওরা আমাদের ধ'রতে আসছে। তোমরা আমার কথা শোন, আমার স্বামী যখন ফিরে যাবেন তখন তাঁর নৌকায় উঠে তাঁর সঙ্গে তোমরা চলে যেও।

নিশি। দেহে প্রাণ থাকতে তোমায় ছাড়ব না। যদি মরতেই হয় একত্রে মরবো।

দিবা। দেখ—দেখ—

দেবী। কি?

দিবা। ঐ একখানি পান্‌সি এসে তীরে লাগলো, বুঝি শত্রুর চর।

দেবী। শত্রু—শত্রু নয়; তিনি আসছেন্, তোমরা বজরায় যাও।

(দিবা ও নিশার বজরায় প্রবেশ)

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজ। আজ টাকা আন্‌তে পারিনি, দু'চার দিনে দিতে পারবো বোধ হয়। দু'চার দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেটা জানা চাই।

দেবী। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার ঋণ শোধবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হবে, ঐ টাকা গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দেবেন। তা হলেই ও টাকা দেবী চৌধুরাণী পাবে।

ব্রজ। দেবী চৌধুরাণী! দেবী চৌধুরাণী! প্রফুল্ল! (হাত ধরিলেন)

দেবী। স্বামী—(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

ব্রজ। দশ বছর, আজ দশ বছর আমি তোমাকেই ভেবেছি প্রফুল্ল। আমার আর দুই স্ত্রী আছে। আমি তাদের এ দশ বছর স্ত্রী মনে করিনি, তোমাকেই স্ত্রী বলে জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বোঝাতে পারবো না। শুনেছিলাম তুমি নেই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরেও মনে জানতাম তুমিই আমার স্ত্রী, মনে আর কারও স্থান ছিল না। মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়ে রেখেছিলোম ও আমার সেই প্রফুল্ল, মুখে আসে না, সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি?

দেবী। কি? ডাকাতি করি?

ব্রজ। কর না?

দেবী। না, আমি ডাকাত নই। আমি তোমার কাছে শপথ কচ্ছি, আমি কখনও ডাকাতি করিনি। কখনও ডাকাতির কড়া নিইনি।

ব্রজ। তবে? প্রফুল্ল!

দেবী। আর কথা নয়—পায়ের ধুলো দিয়ে এজন্মের মত আমায় বিদায় দাও আর এখানে বিলম্ব করো না। সম্মুখে ভীষণ বিপদ!

ব্রজ। আমি কিছু বুঝতে পারছি না প্রফুল্ল! আমায় বুঝিয়ে দাও। সম্মুখে বিপদ অথচ আমাকে থাকতে নিষেধ করছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হবে না বলছো! এ সব কি?

দেবী। সে সব কথা তোমার শোনবার নয়।

(নেপথ্যে বন্দুকধ্বনি)

আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করো না। শীঘ্র আপনার পান্‌সীতে উঠে চলে যাও। যাও—যাও!—

ব্রজ। কেন? ও ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

দেবী। না শুনলে যাবে না?

ব্রজ। কিছুতেই না।

দেবী। ও ছিপে কোম্পানীর সেপাই আছে। ও বন্দুক ডাঙ্গা হ'তে কোম্পানীর সেপাই আওয়াজ করলে।

ব্রজ। কেন এত সেপাই এদিকে আসচে?

দেবী। আমাকে ধরবার জন্যে। তোমার পানসী ডাকো, নিশি ও দিবাকে নিয়ে শীগ্‌গির যাও। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

ব্রজ। না—আমি যাব না,—এইখানেই থাক্‌বো।

দেবী। সে কি! তুমি আমার জন্যে এখানে থেকে প্রাণ দেবে।

ব্রজ। হ্যাঁ—দেব!

দেবী। না না, তুমি যাও—তুমি এখান থেকে যাও—

ব্রজ। কিছুতে না—তোমায় ফেলে কিছুতে যাব না—

দেবী। তবে আমায় বাঁচতে হবে? তোমাকে বাচাবার জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে। (আকাশ পানে চাহিয়া) কিন্তু আমার প্রাণ রক্ষার আর এক অন্তরায় আছে যে—

ব্রজ। কি?

দেবী। এ কথা তোমায় বলবো না মনে করেছিলাম্, কিন্তু এখন আর না বল্‌লে নয়! এই সেপাইদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না দিয়ে যদি যুদ্ধ করি তা হ'লে তাঁর বিপদ ঘটলেও ঘট্‌তে পারে।

ব্রজ। আঁ্যা! বাবা! বুঝেছি তিনিই গোয়েন্দা? টাকার চেষ্টায় রংপুর যাবার নাম করে শেষে তিনি—

দেবী। আমায় ধরিয়ে দেবার জন্তে কোম্পানীর সেপাইদের ডেকে এনেছেন।

ব্রজ। প্রফুল্ল!

দেবী। আমি বাঁচলে তোমাকে বাঁচাতে হলে—আমার শ্বশুর বিপদে পড়বেন।

ব্রজ। আমার বাবা!

দেবী। ভয় নেই—যে করে হোক্—আমি তাঁকেও রক্ষা করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। (নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

দেবী। নিশি, ঐ কার ভেরী?

নিশি। যেন দেড়ে বাবাজীরা বলে বোধ হচ্ছে।

দেবী। কি রঙ্গরাজের? সে কি? আমি প্রাতে রঙ্গরাজকে দেবীগড়ে পাঠিয়েছি।

নিশি। বোধ হয়, পথ হতে ফিরে এসেছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক!

ব্রজ। এখান থেকে ডাকলে ডাক শুনতে পাবে না, আমি নিজে গিয়ে ভেরীওলাকে ডেকে আন্‌ছি।

দেবী। কিছু করতে হবে না, নিশির কৌশল দেখ, আর বজরায় উঠে এই সাদা নিশান ধরে থাকো। (নিশির শঙ্খধ্বনি) রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাকে বোলো, সে যেন ওই ঘাটের কাছে আমার হুকুমের অপেক্ষা করে। [প্রস্থান

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গ। কে? কে সাদা নিশান দেখালে? এ সর্ব্বনাশ কে করলে? এই যে—তুমি কার হুকুমে সাদা নিশান দেখালে?

(নিশান কাড়িয়া লইল)

ব্রজ। রাণীজীর হুকুমে।

রঙ্গ। রাণীজীর হুকুমে? তুমি কে?

ব্রজ। চিনতে পাচ্ছ না?

রঙ্গ। চিনেছি তুমি ব্রজেশ্বরবাবু! তুমি এখানে কি মনে করে! বাপ-বেটায় এককাজে নাকি? তোমায় বেঁধে ফেলব।

ব্রজ। আমায় বাঁধ তায় ক্ষতি নেই। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও, সাদা নিশান দেখালে দু'দলে যুদ্ধ বন্ধ হ'ল কেন?

রঙ্গ। কচি খোকা আর কি? জান না, সাদা নিশান দেখালে যুদ্ধ করতে নেই!

ব্রজ। তা আমি জেনেই করি আর না জেনেই করি, রাণীজীর হুকুম মত করেছি কি না, তুমি রাণীজীকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

রঙ্গ। রাণীজী কোথায়?

ব্রজ। ওই ঘাটে গিয়ে তোমায় তাঁর হুকুম জানতে বলেছেন—

রঙ্গ। আচ্ছা, তাই দেখছি— [বজরায় চড়িয়া চলিয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। ভেবেছিলুম ভবানী ঠাকুর এই ঘাটের কাছে আছেন। কিন্তু তাঁর দেখাত পেলুম না।

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গ। রাণী মা!

দেবী। কে, রঙ্গরাজ? তোমায় না দেবীগড়ে যেতে আদেশ করেছিলেম—

রঙ্গ। সেখানে যাচ্ছিলাম মা, পথে ভবানী ঠাকুর বললেন কোম্পানীর সেপাই আসছে তোমায় ধরতে—তাই বরকন্দাজ নিয়ে ফিরে এলুম, লড়াই করছিলুম। এই সাদা নিশেন আমাদের বজরা থেকে দেখান হয়েছে, লড়াই সেইজন্তে বন্ধ আছে।

দেবী। সে আমারই হুকুম মত হয়েছে। এখন তুমি ঐ সাদা নিশান নিয়ে লেপ্টনাণ্ট সাহেবের কাছে যাও, গিয়ে বল যে, লড়ায়ে প্রয়োজন নেই, আমি ধরা দেবো।

রঙ্গ। আমার শরীর থাক্‌তে তা কিছুতেই হবে না।

দেবী। শরীর পাত করেও আমায় রক্ষা করতে পারবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীর পাত করবো।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল ক'র না, তোমরা প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। সেপায়ের বন্দুকের কাছে লাঠি সোটা কি করবে?

রঙ্গ। কি না করবে?

দেবী। যাই করুক, আর একবিন্দু রক্তপাত হবার আগে আমি প্রাণ দেব। বাইরে গিয়ে গুলীর মুখে দাঁড়াবো. রাখতে পারবে না।

রঙ্গ। মা!

দেবী। বুঝছ না—এখন আমি ধরা দিলে পালাবার ভরসা রইল। বরং এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে সুবিধে মত যাতে আমি বন্ধন হ'তে মুক্ত হতে পারি সে চেষ্টা করো। আমার অনেক টাকা আছে, পালাবার ভাবনা কি?

রঙ্গ। কিন্তু যা দিয়ে কোম্পানীর লোক বশ করবে তা ত বজরাতেই আছে। তুমি ধরা দিলে বজরাও কোম্পানী নেবে।

দেবী। বারণ করো, বলো যে, আমি ধরা দেব, কিন্তু বজরা দেব না। বজরায় যা আছে, তার কিছুই দেব না, বজরায় যারা আছে, তাদের কাকেও তিনি ধরতে পারবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। কোম্পানীর লোক যদি বজরা লুটতে আসে?

দেবী। বলো যে, তা করলে তাদের বিপদ ঘটবে। বজরায় এলে আমি ধরা দেব না। যে মুহূর্তে তারা বজরায় উঠবে, সেই হতে

আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানবে। আমার কথায় স্বীকৃত হলে তাদের কাউকে এখানে আসতে হবে না—আমি নিজে তার ছিপে যাব।

রঙ্গ। যে আজ্ঞে।

দেবী। হ্যাঁ ভাল কথা—ভবানী ঠাকুর কোথায় ?

রঙ্গ। তিনি ঐদিকে বরকন্দাজ নিয়ে যুদ্ধ করছেন।

দেবী। আগে তার কাছে যাও। সব বরকন্দাজ নিয়ে নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে ফিরে যেতে বলো। বলো যে, আমার কাছে আমার বজরার লোকগুলি রেখে গেলেই যথেষ্ট হবে, আরও বোলো, আমার রক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, আমার রক্ষার জন্য ভগবান উপায় করেছেন। এতেও যদি তিনি আপত্তি করেন, তাঁকে আকাশ পানে চেয়ে দেখতে বলো, তা হ'লেই তিনি বুঝতে পারবেন।

রঙ্গ। আকাশ পানে চেয়ে দেখতে বলব ? একি ! বৈশাখী নবীন নীরদ মালায় গগণ অন্ধকার হয়ে এলো। তবে কি ?

দেবী। তুমি বুঝবে না, ভবানী ঠাকুর ঐ মেঘ দেখলেই আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারবেন—যাও —

রঙ্গ। বেশ যাচ্ছি, হ্যাঁ আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি মা—। হরবল্লভ রায় আজকের গোয়েন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখলেম। অভিপ্রায়টা যে মন্দ তার আর কোন সন্দেহ নেই, তাকে বেঁধে রাখতে চাই।

দেবী। তার জন্যে ভয় নেই—যা করতে হয় বজরায় গিয়ে আমি নিজে কর্চ্ছি। তুমি যাও আমার আদেশ পালন কর। [দেবীর প্রস্থান

রঙ্গ। বেশ. চললুম ভবানী ঠাকুরের কাছে। তোমার মনে যে কি অভিসন্ধি আছে সে তুমিই জানো মা। আমি সন্তান, আমার কাজ শুধু জননীর আদেশ পালন করা! এই যে, বলতে না বলতে ভবানী ঠাকুর দলবল নিয়ে এই দিকেই আসছেন! সাদা নিশেন দেখিয়ে যু.

বন্ধ করা হয়েছে বলে ঠাকুরের একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি! আচ্ছা, আগে আড়াল হতে দেখি ঠাকুর কি করেন। প্রস্থান

(বরকন্দাজসহ ভবানী পাঠকের প্রবেশ)

ভবানী। না—না। যুদ্ধ কিছুতে বন্ধ হ'তে পারে না। কোম্পানীর লোক এসেছে, দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করতে। ওরা ভেবেছে লাঠী ধরে আমরা কোম্পানীর সেপাইয়ের বন্দুকের সঙ্গে কতক্ষণ লড়ব? যাও তোমরা বাঙ্গালী বীরগণ, ওদের একবার দেখিয়ে দাও যে বাঙ্গালী লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ালে কারুর সাধ্য নেই যে পিছু হঠায়। যাও তোমাদের লাঠির ইজ্জৎ রক্ষা করগে, তোমাদের মাতাজী, তোমাদের দেবীরাণীর গৌরব রক্ষা করগে—

বরকন্দাজ। জয় মাতাজী দেবী রাণী কি জয়—জয় মাতাজী দেবী রাণী কি জয়। [সকলের প্রস্থান

রঙ্গ। জয় মাতাজী দেবী রাণী কি জয়—

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

ভবানী। দেবী রাণীর জয়! সমস্ত নিপীড়িত বাঙ্গালী আজ চায় দেবী রাণীর জয় কিন্তু রঙ্গরাজ সে জয় চায় না শুধু—দেবী রাণী নিজে। সে তার সমস্ত বরকন্দাজদের বিদায় দিতে চায়—যুদ্ধ থামিয়ে দিতে চায়?

রঙ্গ। হ্যাঁ ঠাকুর!

ভবানী। কেন—কেন তার মনে এ গ্লানি? কার্য্য করতে কেন তার এ অবসাদ? তাকে ত শিখিয়েছি সমস্ত কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে! তাকে শিখিয়েছি গীতার পরম বাণী। সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও দেবী রাণী আজ কার্য্য ত্যাগ করবে? যুদ্ধ স্থগিত রাখবে? না, ভবানী পাঠক সে কখন হতে দেবে না।

রঙ্গ। কিন্তু তাই যে হতে দিতে হবে ঠাকুর, যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

ভবানী। কেন রঙ্গরাজ?

রঙ্গ। দেবী রাণীর হুকুম, আপনি সমস্ত বরকন্দাজ নিয়ে বনপথ ধরে স্বস্থানে ফিরে যান্, আমি কোম্পানীর সিপাইদের কাছে যাচ্ছি—

ভবানী। কোম্পানীর সিপাইদের কাছে! একা?

রঙ্গ। হ্যাঁ—

ভবানী। কি উদ্দেশ্য—

রঙ্গ। দেবী লেপ্টনাণ্ট সাহেবকে বল্‌তে বলেছেন তিনি ধরা দেবেন।

ভবানী। কি! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ রঙ্গরাজ! এই সংবাদ শুনে আমি বরকন্দাজ নিয়ে নীরবে গৃহে ফিরে যাবো! আমাদের জননী শত্রুর হস্তে শৃঙ্খলিতা হবেন আর আমরা—

রঙ্গ। চিন্তা করবেন না ঠাকুর—আমার মনে হয় মায়ের মনে অন্য কোন অভিসন্ধি আছে। তিনি আপনাদের ফিরে যেতে বলেছেন, আর সাহেবকে বলতে বলেছেন, তিনি বজরা দেবেন না, লোকজন কারুকে ধরতে দেবেন না, শুধু একা ধরা দেবেন। সাহেবকে বজরায় আসতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন এই সর্ত্তে রাজী হলে মাতাজী নিজে সাহেবের বজরায় যাবেন—

ভবানী। হুঁ, কিন্তু দেবীর উদ্দেশ্য তো ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে রঙ্গরাজ! আমায় আর কি বলতে বলল দেবী?

রঙ্গ। তিনি আকাশ পানে হাত তুলে দেখালেন শুধু—

ভবানী। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ! আসন্ন কাল বৈশাখীর পূর্ব্বাভাব! হ্যাঁ, মনে হচ্ছে অবিলম্বে ভীষণ ঝড় উঠবে! কি বলছিলে—দেবী নিজে সাহেবের বজরায় যাবে?

রঙ্গ। হ্যাঁ—

ভবানী। কিন্তু আমি জানি, সাহেব সে কথা শুনবেন না, যখন দেখবে দেবীর বরকন্দাজেরা সব বনের ভেতর প্রবেশ করেছে—সে

নিশ্চয় ছুটে আসবে বজরা অধিকার করতে। দেবীর অফুরন্ত ধনরত্নের কাহিনী সে শুনেছে। কিছুতেই লোভ সম্বরণ করতে পারবে না—হ্যাঁ লেপ্টনাণ্ট বজরায় এলো বলে আর যখন আসবে—

রঙ্গ। দেবী বলেছেন বজরায় এলে সাহেবের ভয়ানক বিপদ হবে—

ভবানী। বজরায় এলে বিপদ! আকাশে ঘনায়মান কাল বৈশাখী, বজরা মধ্যে মদমত্ত সাহেব—বজরায় পঞ্চাশ বোটে ধরে পঞ্চাশ জন ক্ষিপ্র নাবিক! যে মুহূর্ত্তে কাল বৈশাখী গর্জ্জন করে উঠবে পাগলা নদী তরঙ্গের বাহু মেলে পাগলা কালীর মত ক্ষেপে উঠবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি বুঝেছি দেবীর অভিপ্রায় আমি বুঝতে পেরেছি—

রঙ্গ। ঠাকুর লেপ্টনাণ্ট সাহেবের বুঝি তর সইছে না—নিজেই এই দিকে আসছে—

ভবানী। আসছে! ওকে যে আসতেই হবে। অনুমান ঠিক হয়েছে! আমি যাই—বরকন্দাজ নিয়ে বনমধ্যে আত্মগোপন করিগে—রঙ্গরাজ, তুমি দেবীর নির্দ্দেশমত লেপ্টনাণ্টের সঙ্গে কথা বল। হাঃ হাঃ হাঃ—

[প্রস্থান

রঙ্গ। দেবী হাসছে, ভবানী ঠাকুর হাসছে! লেপ্টনাণ্ট সাহেবও হাসতে হাসতে আসছে! ব্যাপারটা যে বড়ই ঘোরালো। সবাই বুঝছে কেবল আমিই কিছু না বুঝে বোকার মত হাঁ করে রইলুম। ঐ যে সাহেব এল, নিশান ভাল করেই তুলে ধরি—

(লেপ্টনাণ্টের প্রবেশ)

সাহেব। এই—হাঃ হাঃ হাঃ—টুমি লোক সাডা নিশান ডেখাচ্ছ কেনো? ঢরা ডিবে?

রঙ্গ। আমরা ধরা দেব কি? যাকে ধরতে এসেছ, তিনিই ধরা দেবেন, সেই কথা বলতে এসেছি।

সাহেব। ডেবী চৌডুরাণী ঢরা ডিবে?

রঙ্গ। দেবেন, তাই বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

সাহেব। টুমি লোক ডরা ডিবে ?

রঙ্গ। আমরা কারা ?

সাহেব। ডেবী চৌটুরাণীর ডল্।

রঙ্গ। আমরা ধরা দেব না।

সাহেব। আমি ডল্ শুড্ ঢ ঢরিটে আসিয়াছে।

রঙ্গ। এ দল কারা ? কি প্রকারে হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিনবেন ?

সাহেব। ঐ হাজার বরকণ্ডাজ সব শালা ডাকু আছে, ডাকুকা সাট্ এক কাট্টা হোকে সরকারের সাঠে উহারা লড়াই করিয়াছে—

রঙ্গ। কিন্তু ওরা আর যুদ্ধ করবে না—ঐ দেখুন চলে যাচ্ছে।

সাহেব। এ কেয়া ? টুমি লোক সাডা নিশান ডেখাইয়া লড়াই বণ্ড করিয়াছে কেবল ভাগিয়া যাইটে ? এ টুমাডের tricks আছে ! ভাগ যাটা !—

রঙ্গ। আরে থাম সাহেব ! ধরলে কবে, যে পালালুম ? এখনও আমাদের কেউ পালাইনি, পারো ধরো, এই আমি সাদা নিশান ফেলে দিচ্ছি ! (নিশান ফেলিয়া দিল)

সাহেব। হুঁ !

রঙ্গ। কি এখন এগুচ্ছো না যে—যাও ধর—

সাহেব। হ্যাঁ সব আডমী লোক deep forest মে চলিয়ে গেল—টবু বলিটেছ—ভাগিয়া যাই নাই—ভাগিয়া যাই নাই। উহাডের follow করিয়া হামিলোক উধার যাইবে আউর টুমিলোক হামাডের বণ্ডি করিয়া লইবে ? টুমাডের বডমাসী মট্লব আছে !

রঙ্গ। সাহেব ?

সাহেব। Well, one thing—যাহারা আছে ডরা ডিবে ?

রঙ্গ। না একজনও নয়, কেবল দেবীরাণী,—

সাহেব। কেবল ডেবীরাণী—কেবল ডেবীরাণী—কোঃ এখন টুমি-লোক ডু'চার আদমী আছে আমার পাঁচশো সিপাহির সাঠে লড়হাই করটে পারিবে? Look there—টোমার বরকণ্ডাজ সব জঙ্গলের ভিটর ভাগিয়ে গেল—

রঙ্গ। আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তাই বলছি। বজরা পাবে না, বজরায় যে ধন আছে তাও পাবে না। আমাদের কাউকে পাবে না; কেবল দেবীরাণীকে পাবে।

সাহেব। কেনো?

রঙ্গ। তা আমি জানি না।

সাহেব। বজরা এখন হামার। হামি উহা ডখল করিবে।

রঙ্গ। সাহেব! এখনও বলছি দেবীকে চাও—তিনি ধরা দেবেন। কিন্তু বজরাতে উঠো না—বজরা ছুঁয়ো না, বিপদ ঘটবে।

সাহেব। ফুঃ! পান্‌শো ডিসিপ্লিণ্ড সিপাহি লইয়া টুমাডের ডু'চার আড্‌মীর কাছে বিপড্‌! চোলো—চোলো—হামি বজরা size করিবে। বজরায় গিয়ে ডেখিবে উহাটে কি আছে?

রঙ্গ। সাহেব! তুমি জোর করে বজরায় যাচ্চো, আমাদের তাহ'লে কোন দোষ নেই।

সাহেব। অল্ রাইট্! সিপাহি—হামারা বোট লে আনে বোলো।

পঞ্চম দৃশ্য

বজরার অভ্যন্তর

(দেবী, বরকন্দাজগণ, নিশি ও দিবা)

দেবী। (বরকন্দাজদের প্রতি) সাহেব আমার অনুরোধ না শুনে জোর করে বজরায় ঢুকেছে। তোমরা সব তৈরী থেকো—শাঁকে দু'বার ফুঁ দেব—তাই শুনলেই বুঝেছ—

বরকন্দাজ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান

দেবী। সাহেব এসে গেছে—দিবা, নিশি!

দিবা ও নিশি। আইয়ে সাব্—বৈঠিয়ে।

(সাহেব ও রঙ্গরাজের প্রবেশ)

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী কোন্ আছে? হামি কাহার সহিট কঠা কহিবে?

নিশি। আমার সঙ্গে কথা কইবেন, আমি দেবী।—

দিবা। আপনি আমার সঙ্গে কথা কইবেন, আমি দেবী চৌধুরাণী।

নিশি। আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস নাকি? সাহেব, ওর কথা শুনো না, ও আমার ভগ্নী। (উঠিয়া) চলুন, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, যাচ্ছি। আমিই দেবী রাণী।

সাহেব। চোলো—

দিবা। (উঠিয়া) দাঁড়াও সাহেব, আমিই দেবী।

সাহেব। (রঙ্গরাজের প্রতি) কেয়া টামাসা! এই--ডেবী-চৌধুরাণী কে? টুমি বোলো।

রঙ্গ। যথার্থ বলব। (স্বগত) কিছুই ত বুঝতে পারছি না। যাকে হোক দেখিয়ে দিই।

সাহেব। বোলো—বোলো, জলডি বোলো।

রঙ্গ। (নিশিকে দেখাইয়া) হুজুর এই যথার্থ দেবরাণী—

দেবী। আমার এতে কথা কওয়া বড় দোষ, কিন্তু কি জানি, এরপর মিছে কথা ধরা পড়লে যদি সকলে মারা যায় তাই বলছি, এ ব্যক্তি যা বলেছে সত্য নয়! এ দেবী নয়, রাণীজীকে এরা মায়ের মত ভক্তি করে, এই জন্য রাণীজীকে বাঁচাবার জন্যে এরা অন্য ব্যক্তিকে নিশানা দিচ্ছে।

সাহেব। (দেবীর প্রতি) ডেবী টুব কে?

দেবী। আমি দেবী।

নিশি। আমি দেবী।

দিবা। আমি দেবী।

রঙ্গ। (নিশিকে দেখাইয়া) এই দেবী।

দেবী। আমি দেবী।

সাহেব। Hopless, ডেখো, হামি বুঝিয়াছি। টুমাডের ভুটির ভিটর একটী ডেবী চৌডুরাণী, আউর একটী ডাসী বাঁডী চাকরাণী আছে— ডেবীরাণী না আছে। টুমাডেব ভুটিব মটো কোন যে পাপিষ্ঠা, হামি জানছে না—লেকেন্ হামিভি ছাড়্ছে না। হামি ডোনোকে ধরিয়ে লে যাবে। যো ডেবীরাণী পরমাণ হোবে—সো ফাঁসি যাবে। পরমাণ না হোবে—ডোনোকো ফাঁসী ডিবে।

নিশি। এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার সঙ্গে কি গোয়েন্দা নেই? যদি গোয়েন্দা থাকে, তবে তাকে ডাকলেই ত সে বলে দিতে পারবে কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী—

সাহেব। Good suggestion। এ আচ্ছা বাৎ! এ শালা জমাডার! গোয়েণ্ডা শালা লোককো বোলাও।

(নেপথে) ও গোয়েন্দা! ও বেটা গোয়েন্দা! ওরে গোয়েন্দা!

হরবল্লভ। (নেপথ্যে) গোয়েন্দাকে খুঁজছ? আমি গোয়েন্দা।—

জমাদার। (নেপথ্যে) কাপ্তেন সাহেব তোমাকে ভেতরে তলব করেছেন।

দেবী। আসছেন! পালাই!

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। গোয়েন্দাকে খুঁজছ—আমিই গোয়েন্দা। ও বাবা—

সাহেব। কেয়া?

হর। (বজরার সাজান সিংহ দেখাইল)

সাহেব। Non-sence'

নিশি। ভয় নেই—ভয় নেই—ও জ্যান্ত নয়।

হর। (ভুলিয়া নিশাকে সেলাম) সেলাম!

নিশি। বন্দেগি খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ?

দিবা। বন্দেগি খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্নিশ হলো না। আমি হলেম এদের রাণী।

সাহেব। ডেখো গোয়েণ্ডা; এ ডোনো আওরৎ বলিটেছে, হামি ডেবী চৌচুরাণী, টুমি বোলো কোন্ ডেবী চৌচুরাণী।

হর। আমার চৌদ্দপুরুষে কখনও তাকে দেখেনি!

সাহেব। কেয়া?—

হর। (নিশিকে দেখাইয়া) এই দেবী। না—না—না (দিবাকে দেখাইয়া) এই না—না—এই দেবী—

নিশি। (হাস্য)।

হর। আজ্ঞা হুজুর (নিশিকে দেখাইয়া) এই দেবী।

সাহেব। টোম্ বডমাস্। টোম্ পছনটা নেই?

দিবা। সাহেব রাগ করবেন না, উনি চেনেন না, ওর ছেলে দেবীকে চেনে। তাকে আমুন, সে চিনবে।

হর। আমার ছেলে?

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথায়?

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনিই বললেন।

সাহেব। All right! টাহাকে লইয়া আইস।

দিবা। (রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত)।　　　　[রঙ্গরাজের প্রস্থান

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ

সাহেব। টুমি ডেবী চৌটুরাণীকে চিনে?

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে আছে?

ব্রজ। না।

সাহেব। কেয্যা? এই ডুইজনের একজনও ডেবী চৌটুরাণী না আছে?

ব্রজ। এরা তার দাসী।

সাহেব। আচ্ছা! যডি ইহারা কেহ ডেবী না আছে—yes! I understand. ডেবী must be some whare inside the Bajra ডেবী বজরার মধ্যে লুকাইয়া আছে। হামি বজরা টল্লাসী করছে, টুমি নিশান ডিহি করবে আইস।

ব্রজ। সাহেব, তোমরা বজরা তল্লাস করতে হয় কর, আমি নিশান দিহি করব কেন?

সাহেব। কেঁও বদ্‌মাস্? টুমি গোয়েন্ডা নেহি?

ব্রজ। (সাহেবকে চপেটাঘাত) কভি নেহি।　　　　(শঙ্খধ্বনি)

হর। করলে কি! করলে কি! সর্ব্বনাশ করলে?

[নেপথ্যে—হুজুর, বজরা ছোটা, হুজুর তুফান উঠা। নেপথ্যে ঝড়ের শব্দ ও দেবী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক শঙ্খধ্বনি]

হুজুর! বজরা ছোড়া!

হর। এই গেল—গেল—গেল। করলে কি? করলে কি? সর্ব্বনাশ করলে?

সাহেব। শূয়ারকী বাচ্চা, (ব্রজকে মারিতে উদ্যত ও ব্রজ কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ)

হর। ও কি কর? কোম্পানীর গায়ে হাত তোল?

ব্রজ। আমি সাহেবের গায়ে হাত তুলেছি, না সাহেব আমার গায়ে হাত তুলেছে?

হর। চোপরও শূয়ার! হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি! আপনি ওর অপরাধ নেবেন না, আপনি ওকে মাপ করুন!

সাহেব। নেহি, ও বড় বডমায়েস। টবে যদি হামার কাছে যোড়হাট করে মাপ চায় টবে হামি মাপ করিটে পারে।

হর। ব্রজ, তাই কর। জোড়হাত করে ওঁকে বল, সাহেব, আমায় মাপ করুন।

ব্রজ। হাতজোড় করব?

হর। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতজোড় করবে। বাঙ্গালীর ছেলে সাহেবের কাছে হাত জোড় করতে জান না? এই এমনি করে—

ব্রজ। বেশ! সাহেব! আমরা হিন্দু, পিতৃ আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে যোড়হাত করে ভিক্ষা কর্‌ছি, আমাকে মাপ করুন—

সাহেব। আচ্ছা যাও। [ব্রজেশ্বরের প্রস্থান] লেকিন এ কেয়া—বজরা ছোড় দিযা?

হর। আর কেয়া—যাকে ধরতে এসেছিলেম সাহেব, তারই হাতে শেষে বন্দী হলুম আমরা! ডাকাত বেটী আমাদের ছলনা করে লোভ দেখিয়ে বজরায় তুলল—আর এদিকে ঝড় জল ঘনিয়ে আসতে শাঁক বাজিয়ে বজরা ছেড়ে দিল। আমাদের সমস্ত দলবল পেছনে পড়ে রইল। তীরের মত ছুটে চলেছে বজরা আমাদের নিয়ে—কে জানে কোন দিকে! কি হবে হুজুর?

সাহেব। রোওমৎ!

নিশি। কেঁদে কি হবে, আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয় ?

নিশি। আজ না হ'লে ত আর হলো না।

হর। সেকি !

নিশি। আবার ঘুমোবার দিন কবে পাবেন ?

হর। কেন ?

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে দিতে এসেছিলেন ?

হর। তা—তা—কি জান !

নিশি। ধরা পড়লে দেবীর কি হতো জান ?

হর। কি আর এমন হ'ত ?

নিশি। এমন বেশী কিছু নয়—ফাঁসী।

হর। তা—না—এই—তা কি জানি !

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করেনি, বরং তোমার উপকার করেছিল। যখন তোমার জাত যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে তোমায় রক্ষা করেছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাকে ফাঁসী দেবার চেষ্টায় ছিলে! তাই বলছিলাম, এই বেলায় ঘুমিয়ে নাও, আর ত রাত্রের মুখ দেখবে না। নৌকা কোথায় যাচ্ছে জান ?

হর। কোথায় ?

নিশি। ডাকিনীর শ্মশান বলে এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে মারি, বজরা এখন সেইখানে যাচ্ছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসী যাবে, রাণীজীর হুকুম হয়েছে, আর তোমার কি হয়েছে জান !

হর। (করযোড়ে) আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর।

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গ। সাহেব ! এদিকে এস, তোমায় যেতে হবে।

সাহেব। কোটা যাইটে হোবে ?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী, জিজ্ঞাসা করবার কে ?

হর। সাহেবকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

রঙ্গ। ঐ জঙ্গলে।

হর। কেন ?

রঙ্গ। ঐ জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিযে ওকে ফাঁসী দেবো। এস সাহেব।—

সাহেব। Alright! চলো! [প্রস্থান

হর। (শিহরিয়া উঠিয়া) দুর্গা—দুর্গা—(সরোদনে) হাঁাগা—আমায় কি কেউ রক্ষা করতে পারো না গা! আমি লক্ষ টাকা দেব।—

নিশি। মুখে আনতে লজ্জা করে না ? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্ত এই কৃতঘ্নের কাজ করেছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক!

হর। আমাকে যা বলবে—তাই করবো। বল ?

নিশি। তোমার দ্বারা আমার একটা উপকার হলেও হতে পারে, তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই বোধ হয় ভাল।

হর। তোমার কাছে হাতযোড় করছি,—

নিশি। তুমি জোচ্চোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোয়েন্দাগিরি কর! তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?

হর। আমায় যে দিব্বি করতে বল, আমি সেই দিব্বি কচ্ছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্বি! কি দিব্বি করবে ?

হর। গঙ্গাজল, তাঁরা তুলসী দাও, আমি স্পর্শ করে দিব্বি করছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করতে পার ?

হর। তোমাদের যা ইচ্ছে, তাই কর। আমি তা পারবো না।

নিশি। আচ্ছা, দিব্বি করতে হবে না, তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি কুলীনের মেয়ে, আমাদের ঘরে পাত্র জোটা ভার।

আমার একটী পাত্র জুটে ছিল, কিন্তু আমার ছোট বোনের জুটলো না। আজও তার বিবাহ হয় নি।

হর। বয়েস কত হয়েছে ?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু তার আর বিবাহ না হলে অঘরে পড়বে, এমন গতিক হয়েছে। তুমি আমার পাল্‌টী ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে, আর আমিও এই কথা বলে রাণীজীর কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করে নিই।

হর। এ আর বড় কথা কি? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে; আমি বুড়ো হয়েছি—আমার আর বয়স নেই। আমার ছেলে বিবাহ করলে ভাল হয় না ?

নিশি। তিনি কি রাজী হবেন ?

হর। আমি বললেই হবে।

নিশি। তবে আপনি তাকে এই আজ্ঞা দিয়ে যাবেন। আমি পাল্কী এনে আপনাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আপনি আগে গিয়ে বৌভাতের উদ্যোগ করবেন। আমরা বিয়ে দিয়ে বৌ সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

হর। বেশ! বেশ! তুমি তবে রাণীজীকে এ সকল কথা জানাও, এ বিবাহে আমার খুব মত!

নিশি। আচ্ছা, আপনি পাশের কামরায় ততক্ষণ বিশ্রাম করুন, রাণী আসছেন।　　　　[হরবল্লভের প্রস্থান

(দেবী, রঙ্গরাজ ও ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

দেবী। সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে এলে রঙ্গরাজ!

রঙ্গ। হ্যাঁ, তাঁকে বললুম—আমাদের উদ্দেশ্য হরবল্লভ রায়কে ধরে

আনা! তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, আমাদের পেছনে আর লেগো না। সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

দেবী। হুঁ রঙ্গরাজ, এ কোথা এসেছি? রংপুর কতদূর? ভূতনাথ কতদুর?

রঙ্গ। প্রায় একরাত্রের পথ এসেছি। রংপুর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গাপথে ভূতনাথে একদিনে যাওয়া যেতে পারে।

দেবী। পাল্কী বেহারা পাওয়া যাবে?

রঙ্গ। আমি চেষ্টা করলেই পাওয়া যাবে।

দেবী। দেখ তবে। (রঙ্গরাজের প্রস্থান) দেখ, তুমি প্রাণ রাখতে হুকুম দিয়েছিলে। তাই প্রাণ রেখেছি, দেবী মরেছে, সে আর নেই! কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। সে থাকবে, না দেবীর সঙ্গে যাবে?

ব্রজ। তুমি আমার ঘরে চলো, ঘর আলো হবে।

দেবী। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলবেন?

ব্রজ। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করে তাঁকে আগে পাঠিয়ে দাও, আমরা পশ্চাৎ যাব।

দেবী। তাঁকে পাঠাবো বলেই পাল্কী বেহারা আনতে পাঠালুম! ওই তিনি আসছেন, তুমি কথা বল। [প্রস্থান

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। এই যে ব্রজেশ্বর। (নিশিকে) কি হ'ল?

নিশি। তিনি রাজী হয়েছেন প্রার্থনায়।

হর। বেশ! বাপু হে! তুমি যে এখানে কি প্রকারে এলে আমি তা তো এখনো বুঝতে পারি নি। তা যাক্, সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এখন আমি একটু অনুরোধে পড়েছি, তা অনুরোধটা রাখতে হবে। এই ঠাকরুণটী সৎকুলীনের মেয়ে, ওঁর বাপ আমাদেরই পালটী, তা ওঁর একটী অবিবাহিতা ভগ্নী আছে, পাত্র পাওয়া

যায় না, কুল যায়। তা কুলীনের কুল রক্ষা করা কুলীনেরই কাজ, মুটে মজুরের ত কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্ব্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড় বৌমাটীর পরলোকের পর থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছু কাতর আছি। তাই বলছিলেম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন কর্ত্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করছি, তুমি এর ভগ্নিকে বিবাহ কর।

ব্রজ। যে আজ্ঞে।

হর। (নিশির প্রতি) আমি তা হলে বাড়ী গিয়ে বৌভাতের উদ্যোগ করি। (ব্রজেশ্বরের প্রতি) তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ. নিয়ে বাড়ী যেও।

ব্রজ। যে আজ্ঞে—

হর। শোন, এদিকে এস। (অস্ফুট স্বরে) আর আমাদের যেটা নেয্য পাওনা, তা তো জানো ?

ব্রজ। যে আজ্ঞে।

হর। (স্বগত) ছেলেটী ডাইনী বেটীদের হাতে রইলো, তা ভয় নেই, ছেলে আপনার পথ চিনেছে। ওর চাঁদমুখ দেখে ডাইনী বেটীরা ভুলেছে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়। [প্রস্থান

ব্রজ। (নিশিকে) এ আবার কি ছল! তোমার ছোট বোন্ কে ?

নিশি। চেন না—তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ওহো বুঝেছি। কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি।

নিশি। সে আবার কি ?

ব্রজ। বাপের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ? বাপের চোখে ধূলো দিয়ে মিছে কথা বাহাল রেখে আমি স্ত্রী নিয়ে সংসার করবো ? যদি বাপকে ঠকালেম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জোচ্চুরী করতে আমার আটকাবে ?

নিশি। আমি স্বীকার করছি. তুমি পুরুষ বটে, কিন্তু এখন আর উপায় কি ?

ব্রজ। উপায় নিশ্চয়ই আছে। চলো, প্রফুল্লকে নিয়ে ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে বাবাকে সকল কথা ভেঙ্গে বলব ! লুকোচুরী করব না।

নিশি। তা হলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়ীতে উঠতে দেবেন !

(দেবী চৌধুরাণীর প্রবেশ)

দেবী। দেবী চৌধুরাণী কে ? দেবী চৌধুরাণী মরেছে। তার নাম এ পৃথিবীতে মুখে এনো না। প্রফুল্লের কথা বল।

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দেবেন ?

ব্রজ। আমি ত বলেছি সে ভার আমার। যাই বাবাকে আগে রওয়ানা করে দিয়ে আসি। [প্রস্থান

দেবী। ভাবিসনে নিশি, আমি জানি উনি ভার বইবার ক্ষমতা না থাকলে ভার নেবার লোক নন্।

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গ। মা, এসব কি শুনছি মা,—তুমি আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ মা ?

দেবী। হ্যাঁ বাবা, আমার যাবার ডাক এসেছে। আমার দেবতা যে পথে, আমিও সেই পথে।

রঙ্গ। পাষাণী মা, আমাদের তুই এমন অকূলে ভাসিয়ে যাচ্ছিস্ ? আমরা কি নিয়ে ঘরে ফিরবো মা ? ভবানী ঠাকুরকে গিয়ে কি বলব ?

দেবী। তাঁকে কিছু বলতে হবে না, তিনি পরম জ্ঞানী। তাঁকে শুধু আমার প্রণাম দিও।

রঙ্গ। মা,—

দেবী। দুঃখ করোনা রঙ্গরাজ, নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম, সেই

ধর্ম্ম পালন করতে চললুম ! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এ ধর্ম্ম যাঁর তাঁরই আশ্রয়ে রেখে গেলুম তোমাদের ! আমায় বিশ্বাস কর ! তিনি আসবেন, তিনি এসে সকল ভার গ্রহণ করবেন—শঙ্খধ্বনি কর, জয়ভেরী বাজাও—তাঁকে অভ্যর্থনা কর সন্তান ! শুনতে পাচ্ছ না. তিনি যে সবাইকে ডেকে বলছেন ভয় নেই—আমি রয়েছি—আমি আসছি। যুগে যুগে দুষ্কৃত দমনের জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি—যুগে যুগে এ মহাভারত-তীর্থে আমি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেছি, ভয় নেই, আমি আবার আসছি। নিপীড়িত, নির্যাতিত ভারতের আকাশে বাতাসে আবার মেঘমন্দ্র নিনাদে ধ্বনিত হোক সেই অভয় মন্ত্র—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্ ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যবনিকা